ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 08 October 2021 ■ আগরতলা ০৮ অক্টোবর ২০২১ ইং ■ ২২ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দলছুট কংগ্রেসীদের নিয়ে প্রদ্যুতের নতুন খেলা
রাজ্যের রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়া সমীকরণের ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন সমীকরণ খুব জোর গতিতে এগুচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে। কংগ্রেস ত্যাগী পীযুষ বিশ্বাস, তাঁর পুত্র পূজন বিশ্বাস, তাপস দে, তেজেন দাস প্রমুখরা প্রদ্যুত কিশোরের সঙ্গে রাজনৈতিক বোঝাপড়ার অতি ঘনিষ্ঠতার খবর মিলেছে। সংবাদে এটাও প্রকাশ্যে এসেছে, প্রদ্যুতের তিপ্রা মথা একটি বাঙালি শাখা তৈরী উদ্যোগ নিয়েছে। কংগ্রেস ত্যাগী যারা যুক্ত হয়েছেন নতুন দল গঠন করে তিপ্রা মথার সহযোগী হিসেবে তাঁদের চলার পথ নির্দিষ্ট করেছে বলে খবর। পৃথক দল হলেও তিপ্রা মথার শক্তি ও তার রাজনৈতিক ব্যাপ্তির কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। এই অবস্থায় রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণ কোন খাতে বিবে এই মুহুর্তে বলা মুশকিল। তবে, পরিস্থিতি যেদিকে নেওয়ার চেষ্টা চলছে তাতে রাজ্যের জাতি-জনজাতির ঐক্যের এবং সম্প্রীতির ক্ষেত্রে অন্তরায় নিয়ে আসার সম্ভাবনা আছে।

তিপ্রা মথা গত নির্বাচনে এডিসি দখল করেছে। জনজাতি জাত্যাভিমানী ভোটের বাক্সে যথেষ্ঠ প্রভাব ফেলেছে। যার কারণে এডিসির ২৮টি আসনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে শক্তিমত্যার পরিচয় দিয়েছে। অন্যদিকে সিপিএম এডিসি থেকে মুছে গেছে। কংগ্রেসেরও একই অবস্থা। বিজেপি যত আসনে প্রার্থী দিয়েছিল, অধিকাংশ আসনেই জয়লাভ করেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন আইপিএফটিকে ছেড়ে দিয়েছিল বিজেপি। সেখানে শাসক জোটের শরিক দল মুছে গেছে। ফলে, এই পরিস্থিতিতে আগামী

প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মণ

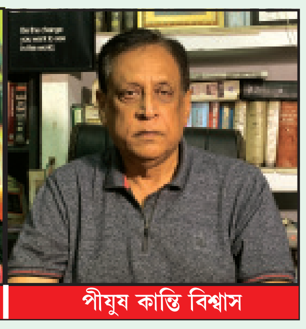
পীযুষ কান্তি বিশ্বাস

বিধানসভা নির্বাচনের লক্ষ্যে জনজাতি সংরক্ষিত ২০টি বিধানসভা আসন ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকায় থাকছে। তাই, এডিসির রাজনীতি ত্রিপুরার ভাগ্যাকাশে কি পরিণাম নিয়ে আসবে তার উপর নির্ভর করছে এরাজ্যে ক্ষমতা দখলের চাবিকাঠি। বিধানসভার এসসি এবং সাধারণ আসনে বেশি সংখ্যক আসনে জয়ী হতে না পারলে ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাবে। এই প্রেক্ষাপটে তিপ্রা মথার রাজনৈতিক রণকৌশল অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এযাবৎকালে অনেক জনজাতি ভিত্তিক দল আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্ত, তাঁদের কোন দলই বাঙালি সংগঠন গড়ে রাজনীতির পাশা খেলায় মত্ত হয়েছেন এমন নজির নেই। এক্ষেত্রে তিপ্রা মথা এমনই রাজনৈতিক কৌশল আগামীদিনে রাজ্য দখলের স্বপ্নে বিভোর।

ত্রিপুরার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। বিজেপি ইতিমধ্যেই সাংগঠনিক কাজকর্মের গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। সিপিএম আগের থেকে কিছুটা সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে। আর নব্য ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে বিভোর রাজ্যে কমিটি গড়তে গিয়েই হাবুডুবু খাচ্ছে। মানুষের আশা-ভরসা রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় তিপ্রা মথার রাজনৈতিক কৌশল আগামীদিনে কি প্রভাব ফেলবে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

করোনা যুদ্ধে দেশের দক্ষতা, কূর্ণীশ প্রধানমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। করোনা যুদ্ধে দেশের দক্ষতার জন্য কূর্ণীশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, “এত অল্প সময়ে কীভাবে এই পদক্ষেপ করা যায় তা ভারত দেখিয়ে দিয়েছে। একটি টেস্টিং ল্যাব থেকে ৩ হাজার টেস্টিং ল্যাব এবং মাস্ক ও কিট আমদানিকারী থেকে দ্রুত রফতানিকারী হয়ে উঠেছে দেশ। সেই সঙ্গে কোউইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে কীভাবে বিপুল পরিমাণে টিকাকরণ করা সম্ভব সেই পথও তুলে ধরা হয়েছে।” প্রসঙ্গত, দ্বিতীয়বার করোনা আঘাত হানার পর দেশজুড়ে অক্সিজেনের সংকট তৈরি হয়েছিল। তৃতীয় ঢেউয়ের ক্ষেত্রে যাতে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, তা নিশ্চিত করতেই জুলাই মাসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় দেশজুড়ে ১,৫০০টি অক্সিজেন প্লান্ট গড়ে তোলা হবে। সেই লক্ষ্যেই এগোচ্ছে দেশ। আজ উত্তরাখন্ডের ঋষিকেশ থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পিএম কেয়ারস তহবিলের অর্থানুকূল্যে মোট ৩৫টি অক্সিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাষণে উঠে আসে করোনা যুদ্ধে দেশের দক্ষতার কথা।

ঋষিকেশ এইমস-এ অক্সিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করে ঘুরে দেখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছবি-পিআইবি

তাঁর কথায়, সমগ্র দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে প্রতি রাজ্যে অন্তত একটি করে এইমস স্থাপন করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে সমস্ত জেলায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের। এজিএমসি”র ৪নং লেকচার হলে আজ এই ভার্চুয়াল উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। এই কর্মসূচিতেই আজ আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতাল চত্বরে ১,০০০ এলপিএম ক্ষমতাসম্পন্ন পিএসএ অক্সিজেন প্ল্যান্টিরও উদ্বোধন হয়েছে। তাছাড়াও জিবিপি হাসপাতাল চত্বরেই ৯০০ এলপিএম ক্ষমতাসম্পন্ন দ্বিতীয় পিএসএ অক্সিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিএসটি ঘাটতির ক্ষতিপূরণ বাবদ রাজ্য পেল ১০০.৮৮ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। জিএসটি ঘাটতির ক্ষতিপূরণ বাবদ ত্রিপুরা ১০০.৮৮ কোটি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক সেই অর্থ বরাদ্দ করেছে। মূলত, আজ কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক জিএসটি ঘাটতির ক্ষতিপূরণ বাবদ দেশের ২৬টি রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলগুলিকে ৪০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।

প্রসঙ্গত, নির্দিষ্ট সময় অন্তর কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক জিএসটি ঘাটতির ক্ষতিপূরণ রাজ্যগুলিকে মিটিয়ে দেয়। আজ ২৬টি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ক্ষতিপূরণের অর্থ পেয়েছে। তাতে, উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে তিনটি রাজ্য ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়েছে। ত্রিপুরা ১০০.৮৮ কোটি টাকা, অসম ৮২৩.১৭ কোটি টাকা এবং মেঘালয় ৩৫.৪৭ কোটি টাকা পেয়েছে।

অর্থ মন্ত্রকের মতে, ওই অর্থ রাজ্যগুলিকে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো তৈরিতে এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত প্রকল্পের বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

দুর্ঘটনায় আহত চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তির বাজার, ৭ অক্টোবর।। জাতীয় সড়কে যান দুর্ঘটনায় চারজন আহত হয়েছেন। মালবাহী গাড়ির সাথে অল্টো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ওই দুর্ঘটনা হয়েছে।

ঘটনার বিবরনে জানা যায় বৃহস্পতিবার আনুমানিক ৬ টা ১০ মিনিট নাগাদ শান্তির বাজর মহকুমার বেতাগা সাইনবোর্ড এলাকায় জাতীয় সড়কে টিআর০১পি১৬২১ নম্বরের মালবাহী ডি আই গাড়ী ও টি আর ০১ এন ০৪৩০ নাম্বারের অল্টো গাড়ীর মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। তাতে অল্টো গাড়ীতে থাকা ৪ জন আহত হয়। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে শান্তির বাজার দমকল বাহীনির কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহতদের চিকিৎসার জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। এরমধ্যে ২ জন গুরুতর আহত হওয়ায় তাঁদের আগরতলা হাপানিয়া হাসপাতালে রেফার করা হয়।

এই দুর্ঘটনা নিয়ে হাসপাতলের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডঃ উমাকান্ত আচার্য্য জানান, সন্ধ্যা ৬ টা ৩০ মিনিট নাগাদ আহতদের শান্তির বাজার জেলা হাসাপাতলে নিয়ে আসা হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহতদের নাম হলো মিস মারিয়া (৭৩), মিষ্টার জোসেল(৬৬), বিনা থমাস (৫১), টম থমাস (৫৫)। আহতদের মধ্যে মিস মারিয়া পায়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির কার্যনির্বাহী কমিটির ঘোষণা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক ও মুখ্যমন্ত্রী সহ রয়েছেন ৬ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। বিজেপি জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ঘোষণা দিয়েছেন দলের সর্ব ভারতীয় সভাপতি জে পি নড্ডা। ত্রিপুরা থেকে পাঁচ জন ওই কমিটিতে স্থান পেয়েছেন। ৮০ সদশ্যক জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে স্থায়ী সদস্য হিসেবে ত্রিপুরা থেকে জায়গা করে নিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। এছাড়া রয়েছেন পূর্ব ত্রিপুরা সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, উপ মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব্বর্মা, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডা: মানিক সাহা এবং প্রভারী সাংসদ বিনোদ সোনকর।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ৮০ সদস্যক জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ঘোষণা দিয়েছেন বিজেপির সর্ব ভারতীয় সভাপতি জে পি নড্ডা। কমিটিতে প্রবীণ নেতা লাল কৃষ্ণ আদবানি, ড় মুরলী মনোহর জোশী, প্রাক্তন সর্ব ভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজনাথ সিং, অমিত শাহ এবং নীতিন গদকরি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পিযুষ গোয়েল রয়েছেন।

ওই কার্যনির্বাহী কমিটিতে ৫০ জন বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য এবং ১৭৯ জন স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য রয়েছেন। তাতে পদাধিকারবলে আছেন বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উপ মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী, জাতীয় মুখপাত্র, বিভিন্ন মোর্চার জাতীয় সভাপতি, রাজ্য প্রভারী ও সহ প্রভারী, বিভিন্ন প্রদেশ সভাপতি, প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক এবং সংগঠকগণ।

৮০ জনের স্থায়ী সদস্যের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক এবং বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে স্থান পেয়েছেন। পদাধিকারবলে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কমিটিতে রয়েছেন। এছাড়া পূর্বোত্তর থেকে অসম, মণিপুর এবং অরুনাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীগণ রয়েছেন। এছাড়া, উপ মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব্বর্মা, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডা: মানিক সাহা এবং রাজ্য প্রভারী সাংসদ বিনোদ সোনকর স্থায়ী সদস্য হিসেবে জায়গা পেয়েছেন।

১৪৪ ধারা ঃ স্থগিতাদেশ মঞ্জুর হল না উচ্চ আদালতে পরবর্তী ১৫ নভেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের আদেশে পূর্ব ও পশ্চিম আগরতলা থানা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারির বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ চেয়ে উচ্চ আদালতে জনস্বার্থ মামলায় আবেদন মঞ্জুর হয়নি। বরং উচ্চ আদালত পরবর্তী শুনানির জন্য দিন ধার্য্য করেছে ১৫ নভেম্বর।

গত ২০ সেপ্টেম্বর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক ওই আদেশ জারি করেছিল। ওই আদেশমূলে রাস্তায় মিছিল, সভা, সমাবেশে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। আগামী ৪ নভেম্বর ওই আদেশের মেয়াদ সমাপ্ত হবে। জেলাশাসকের ওই আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে দুইটি পৃথক জনস্বার্থ মামলা হয়েছে। শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং সমরজিত ভট্টাচার্য ১৪৪ ধারা জারির স্থগিতাদেশ চেয়ে মামলা করেছেন।

ত্রিপুরা সরকার আদালতে জানিয়েছে, সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপারকে এক চিঠিতে জানিয়েছেন, তৃণমূল নেতা সুবল ভৌমিক ২২ সেপ্টেম্বর মিছিল করার অনুমতি চেয়েছেন এবং তাতে অশান্তি তৈরির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আইনজীবী শংকর লোধ জানিয়েছেন, সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের ওই চিঠি পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। জেলা শাসক সেই চিঠি স্বরাষ্ট্র দফতরে পাঠিয়েছিলেন। সেই চিঠির ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্র দফতর জেলা শাসককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলেছিল। এরপরই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসক পূর্ব ও পশ্চিম আগরতলা থানা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারির আদেশ দেন।

আজ উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি এ এ কুরেশী এবং বিচারপতি এস জি চট্টোপাধ্যায় উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে জেলা শাসকের জারি করা ১৪৪ ধারার আদেশে স্থগিতাদেশের আবেদন মঞ্জুর করেনি। বরং, আগামী ১৫ নভেম্বর পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য্য করেছেন।

রিয়াং শরণার্থী পুনর্বাসনে আপত্তি, রাস্তা অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। মিজোরামের রিয়াং শরনার্থীদের প্রশাসনের উদ্যোগে গন্ডাছড়া দলপতি এলাকায় পুনর্বাসন দেওয়ার প্রস্তুতির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার মহকুমার চারটি এডিসি ভিলেজ এলাকার মানুষ রাস্তা অবরোধে বসেন।

ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমায় রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসন দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সরকার ও প্রশাসন। সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় জনগণ। সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে গন্ডাছড়া এলাকার চারটি ভিলেজ এলাকার জনগণ বৃহস্পতিবার পথ অবরোধ করেন।

এই দিন সকাল ৬টা থেকে এলাকার মানুষ গন্ডাছড়া-হাতিমাথা রাস্তা এবং গন্ডাছড়া-নতুন দলপতি রাস্তা দুটি অবরোধ করে বসেন। এলাকাবাসী একটা সূত্র থেকে জানতে পারে ধলাই জেলার জেলা শাসক রিয়াং শরনার্থীদের পুনর্বাসনের জায়গা খতিয়ে দেখছেন। বৃহস্পতিবার দলপতি আসার কথা ছিল। এই খবরের পরিপ্রেক্ষিতে এলাকাবাসী রাস্তা অবরোধে বসেন। কিন্তু এই দিন জেলা শাসক না আসায় অবশেষে দুপুর ১২টা নাগাদ অবরোধকারীরা নিজেরাই রাস্তা অবরোধ তুলে নেয়। রাস্তা অবরোধের ফলে রাস্তার দুপাশে অসংখ্য যানবাহন আটকে পড়ে। যাত্রী দুর্ভোগে চরম আকার ধারন করে। গন্ডাছড়া এলাকার জনগণ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন ওইসব এলাকায় কোনভাবেই রিয়াং শরণার্থীদের পুনর্বাসন দেওয়া চলবে না।

স্বামীর পরকীয়ায় বাধা, স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। স্বামীর পরকীয়া প্রেমে বাধা দেওয়ায় অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হলো স্ত্রীকে। ঘটনা সোনামুড়া। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করেছে। সোনামুড়া এলাকায় স্বামীর অবৈধ সম্পর্কের জেরে এক গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ স্বামীর সহদেব ভৌমিক এর বিরুদ্ধে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ থেকে সাত বছর আগে সোমা দাস নামে একটি মেয়েকে সামাজিকভাবে বিয়ে করে সহদেব ভৌমিক। বিয়ের তিনবছর ভালো যাওয়ার পর সহদেব অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। তারপরই তার স্ত্রীর উপর প্রতিনিয়ত নির্যাতন সহ মারধর করতো। কিছুদিন আগে স্ত্রীকে মারধর করে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। এর ফলে গুরুতর আহত হয় সোমা দাস নামে ওই গৃহবধূ। জিবি হাসপাতালে মৃত্যু হয় গৃহবধূর।

মৃত গৃহবধূর ভাই জানান সোনামুড়া থানার পুলিশ স্বামীকে গ্রেপ্তার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে স্বাস্থ্যে বিপ্লব, একদিনে ৩০টি হাসপাতালে বসল অক্সিজেন প্ল্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ত্রিপুরা আজ এক ঐতিহাসিক মুহুর্তের সাক্ষী রইল। সারা ত্রিপুরায় জেলা ও মহকুমা হাসপাতাল মিলিয়ে মোট ৩০টি হাসপাতালে আজ অক্সিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধন হয়েছে। সাথে ত্রিপুরার প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জি বি হাসপাতালে দুইটি অক্সিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধন হয়েছে। এদিন জিবিপি হাসপাতালে পিএম কেয়ারস ফান্ডের দ্বারা নির্মিত ৯০০ এল.পি.এম. পি.এস.এ. অক্সিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, এই অক্সিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধনের ফলে রাজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের যোগান বাড়বে। আজ পিএম কেয়ারস ফান্ডের দ্বারা ২২টি এবং ইউনিসেফ ও ইউএনডিপি-র অর্থানুকুল্যে ৮টি অক্সিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধন হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার হাসপাতালগুলিতে অক্সিজেনের ঘাটতি মেটাতে সরকার অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানোর কাজ শুরু করেছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণের পাশাপাশি উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। আজ উদয়পুরের ত্রিপুরাসুন্দরী মহকুমা হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করে একথা বলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়। তিনি বলেন, অমরপুর, উদয়পুর মহকুমা হাসপাতাল এবং গোমতী জেলা হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, গোমতী জেলার জেলাশাসক রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, উদয়পুর পুরপরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন শীতলচন্দ্র মজুমদার, জেলার চিফ মেডিক্যাল অফিসার নিরুমোহন জমাতিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. নূপুর দেববর্মা। উল্লেখ্য, এই প্ল্যান্টটি পিএম কেয়ারস ফান্ডের অর্থে নির্মাণ করা হয়েছে।

খোয়াই জেলা হাসপাতালে আজ এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রতি মিনিটে ১৫০ লিটার অক্সিজেন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন অক্সিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। ফিতা কেটে প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা। অক্সিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষের কল্যাণে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৭ ▫ ৮ অক্টোবর ২০২১ ইং ▫ ২১ আশ্বিন ▫শুক্রববার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

আত্মসমর্পণকারী বৈরী

ত্রিপুরার আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের পুনর্বাসন সহ অন্যান্য দাবি-দাওয়া পূরণ না হওয়ায় তাহারা আন্দোলনে শামিল হওয়ার হুমকি দিয়াছে। আগামী ২৭অক্টোবর চম্পকনগরে সাধু পাড়ায় আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করিবার আগাম হুঁশিয়ারি দিয়াছে তাহারা। দাবি পূরণ না হইলে তাহারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হইবে বলিয়া হুঁশিয়ারি দিয়াছে। স্বাভাবিক কারণেই জনমনে বিষয়টি নিয়ে নতুন করিয়া আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। আত্মসমর্পণকারী বৈদিদের দাবি না মানিলে তাহারা পুনরায় যে কোনো সময় সন্ত্রাসী কার্যকলাপে শামিল হইতে পারে।ইহা শান্তিকামী ত্রিপুরাবাসীর কাছে খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। যখন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার নানা উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে ঠিক তখনই ত্রিপুরাতে সন্ত্রাসবাদীরা মাথাচাড়া দিয়া উঠিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর মধ্যে যেসব সন্ত্রাসবাদি পুরনো মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে তাহাদের সামাল দেবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নানা পন্থা অবলম্বন করিতে শুরু করিয়াছে।শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবারের একমাত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের প্রধান শর্ত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে এর মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সমানতালে অগ্রসর করিতে হইলে প্রয়োজন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করা। দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা একতা অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। সেই কারণেই দেশের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাগা চুক্তির রাজনৈতিক ও ভৌগলিক অবস্থান নির্ধারণ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। লক্ষ্য পূরণের জন্য নোডার চেয়ারম্যান ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা আসাম মনিপুর মিজোরাম নাগাল্যান্ড সহ অন্যান্য রাজ্যগুলিতে এখনো সন্ত্রাসবাদীদের আনাগোনা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে।নাগা চুক্তির রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক প্রভাব নিয়া আলোচনার জন্য প্রথম বার এনএসসিএন আইএম নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসিলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী তথা নেডা জোটের মুখ্য হিমন্ত বিশ্বশর্মা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে নাগাল্যান্ডের নাগা চুক্তি ও শান্তি আলোচনা নিয়া আলোচনা চালান হিমন্ত। দিল্লি থেকে ডিমাপুরে আসিয়া প্রথমেই মুখ্যমন্ত্রী নেফিয়ু রিও ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই প্যাটনদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। এর পর চুমুকেডিমা পুলিশ কমপ্লেক্সে আইএমের প্রধান নেতা থুইংগালেং মুইভা-সহ শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা চালান। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তর-পূর্বে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চান। সেই উদ্দেশে শান্তি আলোচনা নিয়া এনএসসিএন আইএম নেতৃত্বের সঙ্গে মতবিনময় করেন। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সর্বদলীয় সরকার ও আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়াও আলোচনা হয়।এনএসসিএনের সঙ্গে চুক্তির ক্ষেত্রে জঙ্গি সংগঠনের অন্যতম প্রধান দাবি, নাগা অধ্যুষিত এলাকাগুলি এক করে বৃহত্তর নাগালিম তৈরি করা। সব রাজ্যেই এখন বিজেপি সরকার রহিয়াছে। তাই শাহ নেডা-প্রধান হিমন্তকে এ ক্ষেত্রে আপস মীমাংসার ভার তুলিয়া দেন বলিয়া খবর।স্বাভাবিক ভাবেই ভিতরের আলোচ্য বিষয় নিয়া মুখ খোলেনি কোনও পক্ষই। হিমন্ত বিশ্বশর্মা শুধু বলিয়াছেন,আমি নিয়মিত নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও অন্যান্য উত্তর-পূর্বের রাজ্যে যাতায়াত করি। এ বারের সফরও রাজনৈতিক।এনএসসিএন নেতা আরএইচ রাইজিং বলিয়াছেন,নতুন চুক্তিতে জনতাকে প্রতারণা করা হইলে সেই চুক্তি অতীতের ১৬ দফা চুক্তি ও শিলং চুক্তির মতোই ব্যর্থ হইতে বাধ্য হইবে। তাই জনতার দাবি মানিয়া সর্বসম্মত চুক্তিই হইতে হইবে। গোটা বিষয় নিয়া তীব্র আপত্তি তুলিয়াছে কংগ্রেস।

শুধু আইএম নয়, আলফা স্বাধীনের প্রধান পরেশ বরুয়ার সঙ্গেও সরাসরি শান্তি আলোচনা শুরু করিবার ভার হিমন্তের উপরে অর্পণ করিল কেন্দ্র। ৪২ বছর পরে, প্রথমবার অসমের কোনও মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি আলফার সঙ্গে শান্তি আলোচনা চালাইবেন। পরেশ বহু বারই বলিয়াছেন, হিমন্তই শান্তি আলোচনা এগিয়ে নিয়া যাওয়া ও সমাধানসূত্র বাহির করিবার পক্ষে আদর্শ ব্যক্তি হইতে পারেন। একথা অনস্বীকার্য যে, আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার পর থেকেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা রাজ্য সহ অন্যান্য রাজ্যে সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসিয়াছে। কেননা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া অতিক্রম করে বাংলাদেশ ঘাঁটিতে আসা-যওয়া করা রীতিমতো কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্রমশই অগ্রসর হইতেছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে এই অঞ্চলের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হইবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রাখিয়াই উন্নয়ন কাজ ত্বরান্বিত কাজ হইতেছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করিয়াছে। ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে স্থায়ী শান্তি ফিরাইয়া আনিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে।

হরিয়ানা-উত্তর প্রদেশ সীমানায় আটক সিধু-সহ কংগ্রেস নেতারা

চন্ডীগড়, ৭ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের লখিমপুর খেরি আর যাওয়া হল না কংগ্রেস নেতা নভজ্যোৎ সিং সিধুর। যমুনা নগর (হরিয়ানা)-সাহারানপুর (উত্তর প্রদেশ) সীমানায় আটক করা হল সিধুকে। সিধু ছাড়াও বেশ কয়েকজন কংগ্রেস নেতাকেও আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে মোহালি থেকে লখিমপুর খেরির উদ্দেশে রওনা দেয় সিধুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের মিছিল। মিছিল চলাকালীন সিধু বলেন, 'যদি কাউকে গ্রেফতার না করা হয়, অথবা তিনি (কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী টেনির ছেলে) শুক্রবারের মধ্যে তদন্তে যোগ না দেন, তাহলে আমি অনশনে বসব।' এরপর লখিমপুর খেরির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে কংগ্রেসের মিছিল। বিকেলে যমুনা নগর (হরিয়ানা)-সাহারানপুর (উত্তর প্রদেশ) সীমানায় আটকে দেওয়া হয় সিধুদের। পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি শুরু হয় সিধুর। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে আপনারা কিছু করবেন না কিন্তু মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানানোর থেকে আমাদের আটকাবেন।' এরপরই সিধু-সহ কয়েকজন কংগ্রেস নেতাকে আটক করে পুলিশ।

টিকা পেলেন ৪৩-লক্ষাধিক প্রাপক, ভারতে ৯২.৬৩-কোটির ঊর্ধে টিকাকরণ

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে ৯২.৬৩-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৪৩.০৯-লক্ষের বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৯২,৬৩,৬৮,৬০৮ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৪৩,০৯,৫২৫ জনকে। ভারতে ৫৭.৮৬-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৬ অক্টোবর সারা দিনে ভারতে ১৪,৩১,৮১৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৫৭,৮৬,৫৭,৪৮৪-এ পৌঁছে গিয়েছে।

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৭৭১ জন

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি. স.): পুজো হাজির কিন্তু আতঙ্ক বিন্দুমাত্র পিছু ছাড়ছে না করোনার। ফের ৭০০ পেরোল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৭৭১ জন। বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৭৭১ জন। যার জেরে আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে ১৫, ৪৭,৫৪৮। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,৮৭৬। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৭৫৬। ফলে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে ১৫,৪৭,৫৪৮। অপরদিকে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮.৩২ শতাংশ।

হামিদ দালোয়াই— এক আধুনিকতাবাদী ভারতীয়ের নাম

শান্তনু রায়

১৯৬৬ সালের ১৮ই এপ্রিল। বোম্বাই (অধুনা মুম্বই) নগরীর নাগরিক সমাজ সবিস্ময়ে ও কৌতুহলে দেখল রাজ্য সরকারের মন্ত্রণালয় (মহাকরণ) অভিমুখে অভিনব এক পদযাত্রা যার সামনে একজন পুরুষ, পিছনে মাত্র সাতজন মহিলা। মুসলিম মহিলাদের সমানাধিকার ও তিন তালাক প্রথা রদের দাবিতে পদযাত্রীদের হাতে ধরা যাকার্ডে লেখা দাবিত্ত তিন তালাক প্রথা রদ হোক, আমরা কমন দেওয়ানি বিধি চাই জাতীয় স্লোগান। তারা এরপর মন্ত্রণালয়ে গিয়ে মহারাষ্ট্রের তৎকালীন বসন্তরাও নায়েকের কাছে যে দাবিপত্র পেশ করেছিলেন তাতে মুসলিম মহিলাদের প্রতি ন্যায়বিচার, বহুবিবাহ নিষিদ্ধকরণ এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নের মতো দাবিগুলি ছিল। দাবিপত্রের একটি অনুলিপি পরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও পাঠানো হয়েছিল। যার উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে সাতজন মুসলিম মহিলার মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্যে এই এতিহাসিক পদযাত্রা তিনি হলেন হামিদ দালোয়াই। ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ তার মেকার্স অফ মডার্ন ইন্ডিয়া গ্রন্থে যাকে The Last Mocdemist আখ্যায় ভূষিত করেছেন।পুরুষ হয়েও তার এ সক্রিয় উদ্যোগ ও ব্যতিক্রমী প্রয়াস মুসলিম নারীর অধিকার অর্জনের লড়াইয়ে এক বিশেষ মাত্রা দিয়েছিল।

The Burder of History. The Challenge of Secularisn এবং For a United Front of liberals ইত্যাদি প্রবন্ধের রচয়িতা হামিদ সমাজ সংস্কারক মানুষের কর্মকাণ্ড ও জীবন হাফ অভিমুখটি সুষ্ঠ উপস্থাপন চর্চিত হলে শুদ্ধ হতে পারে দেশবাসী-দিশারী হতে পারে বিভ্রান্ত মনের। ভারতের এক আধুনিকতাবাদী মুসলিম হামিদ দলোয়াইয়ের জন্ম ১৯৩২-এর ২৯শে সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের রতগিরি জেলার কোস্কনের মির্জোল নামে এক গ্রামে সাধারণ মারাঠি ভাষাভাষী পরিবারে। প্রথম যৌবনে তিনি রামমনোহর লোহিয়া জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখের প্রভাবে সোশ্যালিস্ট পার্টির শাখা সংগঠন রাষ্ট্রীয় সেবাদলে যোগ দিলেও পরে সক্রিয় রাজনীতির পরিসর ত্যাগ করে সমাজসেবায় এবং মুসলিম সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন এবং পুরোপুরি নিজেকে উৎসর্গ করেন। সাংবাদিক দালোয়াই তার

সংস্কারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এরই মাঝে সাহিত্য অনুরাগী কনিষ্ঠ ছিলেন মারাঠি সাহিত্যচর্চায়।

মারাঠি ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে ইন্ধন" উপন্যাস), ছোট গল্পের সংকলন মনে রাখতে হবে, ষাটের দশকে দালোয়াই যখন মুসলিম সমাজে সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিন তালাক, বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা নিরসনে এবং বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের মতো বিষয়গুলি কথা কারো ভাবনায় আসেনি। সে অর্থে দালোয়াই-ই এদেশে মুসলিম সমাজে সংস্কারের অগ্রপথিক।

কিন্তু সেই ১৯৬০-এই হয়ত দালোয়াইয়ের উপলব্ধিতে এসেছিল যে এদেশের তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলিও ভারতীয় মুসলিম সমাজকে মধ্যযুগীয় আবহে ও পরিসরে আবদ্ধ রেখে দিতেই এককাট্টা এবং বাস্তবিক কংগ্রেস দলের আচরণে পরিস্ফুট যে তারা ভারতীয় মুসলিম সমাজের আধুনিকীকরণের বিরোধী।

প্রসঙ্গত ষাটের দশকের মদ্যভাগে মুসলিম মহিলাদের বিভিন্ন দাবিতে তার উদ্যোগে এবং নেতৃত্বে সেই ঐতিহাসিক পদযাত্রা তার সমাজ সংস্কারের কাজের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা যা মুসলিম নারীর অধিকার অর্জনের লড়াইকে প্রকাশ্য প্রচারে ও জনপরিসরে আনতে সক্ষম হলেও তখন তার পিছনে না ছিল কোনো রাজনৈতিক দল, না কোনো সামাজিক সংগঠন। সেজন্যই ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন "মুসলিম সেকুলার সোসাইটি"। সে দালোয়াই লিখেছিলেনত্ত কোনো ব্যক্তি বা সমাজের ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ সর্বদা আসে না। দেওবন্দের উলেমার চাপে নতি স্বীকার করে হিন্দুদের সঙ্গে একযোগে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে আধুনিকতাকে গ্রহণ করার প্রথম সুযোগ মুসলিম সমাজ হারায়। কিছুকাল বাদে ইতিহাস তাদের আর একটি সুযোগ এনে দেয়। তা হল ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে বলীয়ান করতে হিন্দুদের সঙ্গে পা মেলানো।

কিন্তু হিন্দু এবং মুসলিম সমাজ যে স্বতন্ত্র এবং সমান্তরাল, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা সেই সুযোগও হারায়। উনিশ শতকের জ্যোতিরাও ফুলের সত্যশোধক সমাজের দৃষ্টান্তে ১৯৭০-এ পুনেতে মুসলিম সত্যশোধক মগলের প্রতিষ্ঠা করেন দালোয়াই। এরপর ১৯৭৩-এ তিনি (কোলাপরে প্রতিষ্ঠা করলেন মুসলিম মারাঠি শিক্ষণ পরিষদ। মহারাষ্ট্রে মুসলিমরা উর্দুর পরিবর্তে তাদের মাতৃভাষা মারাঠিতে শিক্ষালভ করতে পারে সেজন্য সোচ্চার হয়েছিলেন দালোয়াই। দত্তক নেওয়ার রীতি মুসলমান সমাজে যাতে স্বীকৃতি পায় সেজন্যও সচেষ্ট হয়েছিলেন তিনি। তিনি মনে করতেন, হিন্দু সাম্প্রদাকিতা যদি ভিত্তি হতে পারে না। তিনি বিশ্বাস করতেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিম সমাজ সমান অধিকার ও সুযোগ দাবি করতে পারে। কিন্তু তারা বিশেষ মর্যাদা বা সুবিধা দাবি করতে পারে না। প্রায় পয়তাল্লিশ বছরের জীবৎকালে (মৃত্যু ১৯৭৭) তার সকল সমাজ সংস্কারমূলক কাজে তাকে অনেক বাধা ও প্রবল বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল নিজের সমাজের থেকেই। যদিও তীর ভাই হোসেন দালোয়াই মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসের এক সক্রিয় নেতা হিসেবে রাজ্যসভার সদস্য। অনেকেরই দালোয়াইয়ের সমাজ সংস্কারের কে প্রতিহত করতেই ১৯৭৩ সালে দালোয়াই যখন, বলেন, "আমি হিন্দু বা মুসলিম সব ধর্মেরই মধ্যযুগীয় গৌড়ামির বিরুদ্ধে, তখন কেন যেন প্রায় নবুই বছর আগে রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর' গ্রন্থের 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধে বলা এ কথাগুলি আরেকবার নাড়িয়ে দিয়ে যায় এতদিন সেই গোড়ার দিকে এক রকমের মিল ছিল। পরস্পরের তফাত মেনেও আমরা পরস্পর কাছাকাছি ছিলুম। সম্প্রদায়ের গণ্ডির উপর ঠোকর খেয়ে পড়তে হত না, সেটা পেরিয়েও মানুষের মানুষে মিলেন যথেষ্ট জায়গা ছিল। হঠাৎ এক সময়ে দেখা গেল, দুই পক্ষই আপন ধর্মের অভিমানকে উচিয়ে তুলতে লেগেছে। যতদিন আমাদের মধ্যে ধর্মবোধ সহজ ছিল, ততদিন গোঁড়ামি সত্ত্বেও কোনো হাঙ্গামা বাধেনি। কিন্তু এক সময়ে যে কারণেই হোক, ধর্মের অভিমান যখন উগ্র হয়ে উঠল তখন থেকে সম্প্রদায়ের কাঁটার বেড়া পরস্পরকে ঠেকাতেও খোঁচাতে শুরু করলে। (রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ শুরু, পাতা-৭২২) হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে দালোয়াইয়ের অভিমত প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় অনেকদিন আগে শ্রদ্ধেয় রেজাউল করিমের নিয়া ভারতের ভিত্তি" গ্রন্থের নিবেদনে এক গুরুত্বপূর্ণ উক্তি "হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা অপেক্ষা মুসলমান সানদায়িকতার উপর (আমার) আক্রমণের রেশ একটু বেশি হইয়াছে। হয়ত হইয়াছে। যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে তাহা এজন্য নয় যে আমি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে নিন্দা করি না, বরং খুবই নিন্দা করি।... তাহা হয়ত এইজন্য যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা দেশের অন্য বিষয়ে ক্ষতি করিলেও, হিন্দুদের জাগরণের পথে বাধা সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা মুসলমানকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছে- তাহাদের মধ্যে প্রগতিশীল রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের পথে প্রধান বিদ্ধ উৎপাদন করিয়াছে।" কথাটা বোধকরি আজও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আবার ভারতের মুসলিম যুবসমাজে যুক্তিবাদী আত্বসমালোচক শ্রেণির অস্তিত্ব নেই। দালোয়াইয়ের কতদিন আগেকার এমত পর্যবেক্ষণ যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে সাহিত্যিক হুমায়ুন কবীরের সাম্প্রদিক উপন্যাস ফাইনাল গাজি'র নায়ক আধুনিকমনস্ক মুসলমান যুবক ইউসুফের আত্মসমীক্ষার সুস্পষ্ট উচ্চারণে আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে শংকরাচার্য, রামানুজ রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ এঁরা লড়াই করে কুসংস্কারগুলোর অপ্রয়োজনীয়তা মানুষকে বোঝাতে পেরেছেন, অথচ মহম্মদের পর ইসলাম ধর্মের সংস্কারক কেউই আসেননি। তাই সবচেয়ে আধুনিক ধর্ম হয়েও, আধুনিকতায় রক্তাপ্লতায় ধুঁকছে এই ধর্মের মানুষজন। যা হয়ত আরও একবার এও স্মরণ করিয়ে দেয় যে হামিদ দালোয়াইরা ভারতীয় মুসলিম সমাজের যে অনুধাবন-আত্মোপলব্ধির কথা বলে গিয়েছিলেন তা বিলম্বে এবং স্লথগতিতে হলেও ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়েছে।

মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ১৯৭৭-এ দালোয়াইয়ের প্রয়াণের পর স্ত্রী মেহেরুন্নেষা সতাশোধক মণ্ডলের প্রধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং আটের দশকে তিনি তালাক রদের দাবিতে মহারাষ্ট্রে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৯৩-এ তিনি প্রতিষ্ঠি করেন হামিদ দালোয়াই ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট। প্রসঙ্গত করোনা আবহের জন্য দালোয়াই প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সত্যশোধক মণ্ডলের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন ২০২০-তে হতে পারেনি। অবস্থা অনুকুল হলে পরবর্তীতে দালোয়াইয়ের মৃত্যুবাষিকীর দিনে (৩রা মে) অনুষ্ঠানটি হওয়ার কথা ছিল। দুর্ভোগ্য এদেশের রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিসরে হামিদ দালোয়াইয়ের মতো ব্যক্তিরা প্রান্তিক হয়েই থেকে যান। তাঁদের প্রয়াসে যেমন স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন জোটে না নিজ সমাজের তেমনই অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রে সক্রিয় পৃষ্ঠপোষশকতা। এতে না হয়েছে মঙ্গল সমাজের সেই বিশেষ অংশের না সামগ্রিকভাবে দেশের। ২৯ সেপ্টেম্বর ভারতের শেষ আধুনিকতাবাদী এই মানুষটির লব্বইতম জন্মদিন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

টেলিভিশন পিকচার টিউবের একশো বছর

কৌশিক রায়

অতি সাধারণ থেকে অসাধারণ, নাক্ষত্রিক প্রতিভার বিচ্ছুরণ, কোনো বড়মাপের ডিগ্রি বা শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াই মানুষ দেখাতে পারে, সেটার প্রমাণ সাহিতা-সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্র ছাড়াও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে উত্তাবক সধারণ গুলন্দাজ, লেগ বিক্রেতা আন্টনি ভ্যান লিউয়েনছক এবং 'সমনলো পার্ক-এর জাদুকর' টমাস আলভা এডিসন থেকে শুরু করে সেলাই মেশিনের উদ্ভাবক এলিয়াস হাউয়ে এবং বাইসাইকেলের উদ্ভাবক কার্কপাট্রিক ম্যাকমিলান তার উজ্জ্বল দুষ্টান্ত। গণমাধামের অনাতম টেলিভিশনের "হবদযন্ত্র" পিকচার টিউব-এর উদ্ভাবক, মার্কিন দেশের উটা রাজ্যের অন্তত ইন্ডিয়ান ভ্রিক-এ জন্মানো, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরনো স্বভাববিজ্ঞানী ফিলো ফার্নসওয়র্থ ছিলেন এইরকমই একজন মানুষ। স্টল্যান্ডের বিজ্ঞানী এবং দূরদর্শনযন্ত্রের উত্তাবক জন লোগি বেয়ার্ডের অসম্পূর্ণ ক্লাসের কাজকে সুসম্পন্ন করেছিলেন হালকা, পাতলা চেহারার ফিলো ফার্নসওয়ার্থ।

জন্ম থেকেই দারিদ্র্য ছিল ফিলো ফার্নসওয়ার্থের চিরসঙ্গী। শ্রমজীবী বাবা-মায়ের সঙ্গে একটা সাধারণ কাঠের কুটিরে থাকতেন তিনি। তবে কাঠের পর্ণকুটিরে বড় হয়ে ওঠা, কাঠুরে বাবা-মায়ের সন্তান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং নিগ্রো ক্রীতদাসদের মুক্তিদাতা হয়ে ওঠা আব্রাহাম লিহনের সঙ্গে ফিল ফার্নওয়ার্থের অনায়াস তুলনা করা যেতে পারে। মানবহিতৈষী এবং জ্ঞানের অগ্রগতিতে দুজনেই ছিলেন নিরলস, নিরভিমানী, পরিশ্রমী।

পদার্থবিদ্যাতে নিজের উদ্যোগে পড়াশোনা করেই, মাত্র ১৪ বছর বয়সেই আলেসান্দ্রো ভোল্টা, আছে মারী অপিয়র, লুইগ্নি গালভানি, হাইনরিশ হার্ৎজ, ব্রেইজ পাস্কাল, রবার্ট বরেলের মতো প্রতিথযশা বিজ্ঞানীদের, কথা, মনে করিয়ে দিয়েছিলেন ফিলো ফার্নসওয়ার্থ। ওই বয়সেই ইলেকট্রন কণিকা চালিত টেলিভিশন যন্ত্রের মডেল বানিয়ে ফেলেন তিনি। ফিলোর মাথায় এই মডেলের ধারণা আনে ঘোড়ায় টানা কাঠের

লাঙল দিয়ে আলুর জমি চাষ করতে করতে।তার মনে হয়, লাঙলকে যেভাবে সামনে থেকে পিছনে টানা বায়, সেভাবে ইলেকট্রন রশ্মির সাহাযোও কোনো ব্যক্তি বা বস্তর ছবিকে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। আইডাহো রাজোর রিগবি থেকে ঘোড়ায় গিয়েই পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন সু করে ফেলেন তির কিলো থেকে ইলেকট্রন এবং বিরান সম্পর্কে ক্লাসের বইপত্র জোগাড় করে কস্থ করে ফেললেন তিনি। পিকচার টিউবের উদ্ভাবনের পিছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে চিরকাল এই প্রেরণাদায়ী শিক্ষকের অবদান স্বীকার করে গেছেন ফারয়ার্থ। টুলম্যানের কাছে পড়াশোনা করেই, ১৪ বছর বয়সে টেলিভিশনের পিকচার টিউবের একটি পূর্ণাঙ্গ নকশা ও মডেল দাঁড় করালেন ফিলো ফার্নসওয়র্থ। এই কৃতিত্রে জন্য ফার্নওয়ার্থকে ব্রাইহ্যাম ইয়ং বিশ্ববিদ্যালয়েও ভর্তি করে নেওয়া হয়। তবে উচ্চশিক্ষাতে বিধি বাম ছিল পরিশ্রমী, অনুসন্ধিৎসু ফিলো ফার্নসওয়ার্থে। উচ্চশিক্ষার দোরগোড়াতে পা রাখতে না রাখতেই পিতৃবিয়োগ হল ত্রার। হতাশ হয়ে পড়লেন ফারনয়ার্থ। এবারে তাকে সাহাযা করার জনা এগিয়ে এলেন সোভিরেত দেশ থেকে মার্কিন মুলুকে শরণার্থী হয়ে আসা, কিন্তু তড়িৎবিজ্ঞানে ডক্টরেট উপাধি পাওয়া বিজ্ঞানী ভলাদিমির জুয়োরাইকিন। ভ্লাদিমির আর তাঁর স্ত্রী পেম-এর উৎসাহে সান ফ্রান্সিসকোর একটি নিভৃত গবেষণাগারে টেলিভিশন পিকচার টিউব গড়ে তোলার গবেষণাতে লিপ্ত হলেন ২১ বছরের তরুণ ফিলো ফানর্সওয়ার্থ। প্রথমে তিনি একটি কাচের বর্গক্ষেত্রের এক দিকটায় কালি লাগালেন। তার মাঝখানে আঁচড় দিয়ে একটা সোজা সরলরেখা টানলেন। এর আগে ফার্নওয়ার্থের উদ্ভাবিত ইমেজ ডিসেক্টর বা দৃশ্য বিভাজক যন্ত্রটির মধ্যে ওই কাটের স্লাইজটি ফেললেন ভ্লাদিমিরের শালক ক্লিফ গার্ডনার। এই গবেষণার অন্য অর্থ জুগিয়েছিলেন একজন মার্কিন শিল্পপতি জর্জ এভারসন। তিনিও উপস্থিত ছিলেন গবেষণাগারে। ক্লিফ, কাচের স্লাইভটিকে ৯০ ডিগ্রি কেঁপে ঘুরিয়ে দিলেন। অবাক হয়ে তাঁরা দেখলেন, পর্দার ওপর ওই সরলরেখর ছবিটি নড়ছে। এভাবেই সম্পূর্ণভাবে সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক টেলিভিশন পিকচার টিউব-এর মাধ্যমে ছবিটি পাঠাতে সক্ষম হলেন ফিলো ফর্নওয়ার্থ ১৯৩৪ সালে জনসমক্ষে এই টেলিভিশন পিকচার টিউবের কার্যকর্তারা দেখালেন তিনি এই মন্ত্রের মাধ্যমে সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ হলিউড অভিনেত্রী জোয়ান ক্রফোর্ডের অভিনীত কিছু চলচ্চিত্র দৃশ্যও দেখানো হয়। তবে আবেগে মোটেই ভেসে যাওয়ার লোক ছিলেন না ফার্নওয়ার্থ। সেই ঘটনাবহুল রাতেই তিনি তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন---যন্ত্রটিকে নিয়ে এতটা মাতামাতির কিছুই নেই। এর থেকেও আরও ভালো পিকচার টিউন ভবিষ্যতের বিজ্ঞানীরা তৈরি করতে পারবে।" এটি তো নিরহংকারী বিজ্ঞানসাধকের প্রতিভার ও বিনয়ের পরিচয়। এরপরেই, দুর্ভাগা তাড়া করতে শুরু করেন ফিলো কাসিওয়ার্থকে। তীর উদ্ভাবিত পিকচার টিউবের যাবতীয় বিক্রয়স্বত্ব বা পেটেন্ট দাবি করে ভ্লাদিমির ইলেকট্রন কণিকা পরিচালতি পিকচার টিউব যুক্ত টেলিভিশন সেট বিক্রি করতে শুরু করলেন। এতটাই অকৃতজ্ঞ তারা যে এই ব্যাপারে ফার্নসওয়ার্থকে তারা কিছুই জানাননি, বিক্রিত অর্থের ভাগ দেওয়া ভা দূরের কথা। অসহায় ফানসিওয়ার্থের সাহাযো এবার এগিয়ে এলেন তার প্রেরণাদাতা শিক্ষক জাস্টিন টুলম্যান। তিনি মামলা করলেন ফার্নওয়ার্থের উদ্ভাবিত পিকচার টিউব আর হিমেজ ডিসেক্র" যন্ত্রের মালিকনা ফিলো ফানতিয়ার্থকে লাযাভাবে পাইয়ে দেওয়ার জনা।

মাত্র ১৫ বছর বয়সেই তার প্রির ছাত্রটি যে এই পিকচার টিউবের আসল রূপটি ইলেকট্রন কণিকার (পেরেছিলেন, সেটার স্বপক্ষে অনেক প্রমাণ নিয়ে এলেন টুলম্যান। শেষ হার মানলেন শিল্পপতি সার্ফি। ফিলো ফার্নসওয়ার্থের কাছে পিকচার টিউবের মালিকানা স্বত্ব বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থরাশি (পাছে দিলেন তিনি। দাদাজি কোণ্ডদেও যেমন দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের জীবনে ধ্রুবতার! হয়ে উঠেছিলেন, তেমনি ফিলো ফার্নসওয়ার্থের বাধাগ্রস্ত জীবনতরণীকে শ্রোতের অনুকূলে চলতে সাহাযা রেডিও" কর্পোরেশন অব আমেরিকা থেকে ফিলো ফাওর্য়োর নামে অপবাদ দিয়ে বলা হয়, ওঁর মতো একজন "আধা-শিক্ষিত" মানুষ মোটেই টেলিভিশনের পিকচার টিউব তৈরি করেত পারেননি। বাধা হয়ে নিভৃতবাসী হলেন অনাতম অজ্ঞাত নায়ক। মানসিক অবসাদ আর ল্লায়বিক রোগের শিকার হয়ে জর্জিয়া থাকতে শুরু করলেন ফিলো টেলর ফাণশয়ার্থ। তাকে স্বাস্থ্যের অবনতির জনা হাসপাতালেও ভর্তি হতে হল। এদিকে এক অগ্নিকাণ্ডে মেইলের বাড়িটিও পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সালটা ছিল ১৯৪৭। এর দশ বছর পরে "মিস্টার " নামে হোটাট'স মাই লাইন?' নামক দূরদর্শন অনুষ্ঠানে এলেন ফিলো ফাননিওয়ার্থ। তবুও সেই অনুষ্ঠানের সঞ্চালকরাই জানতেন না তিনি পদার্থবিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর যন্ত্র উত্তাবন করেছেন। ফার্নসওয়ার্থ শুধু বলেছিলেন, একটি যন্ত্রণা জ্ঞওয়ার যন্ত্র বানিয়েছি জামি।" কল্যাণে ফিলো ফার্নসওয়ার্থের সেই ইলেকট্রন রিলোদন-রোমার্চ-এক্সক্লুসিভ, নিউজ-শষাগৃহের নীল ছবি-মেগাসিরিয়াল-রিয়ালিটি (শায়ের পসরা সাজিয়েছে আমাদের সম্মোহিত দৃষ্টির সামনে। অথচ আধুনিক যুগে সত্যের দিব্যচক্ষুকে নিয়ে আসা মানুষটিই রয়ে গেলেন কর্ণ বসুসেনের মতোই "নিস্ফলের, হতাশার দলে"।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি ঃ নিজস্ব।

বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতিতে ফিরলেন আদবানি-যোশী, বাদ গেলেন বরুণ-মানেকা-স্বামী

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি. স.): ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সভাপতি জেপি নাড্ডা শারদীয়া নবরাত্রির প্রথম দিন জাতীয় কর্মসমিতির নাম ঘোষণা করেন। নাড্ডার নবগঠিত জাতীয় কর্মসমিতিতে ৮০জন সদস্য রয়েছে। ৪৫ জন জাতীয় পদাধিকারী, ৫০ জন বিশেষ আমন্ত্রিত, ১৭৯ জন স্থায়ী আমন্ত্রিত (পদাধিকারবলে) অন্তর্ভুক্ত। বৃহস্পতিবার, বিজেপি সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং কর্মসমিতির সদস্যদের সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশাপাশি সিনিয়র নেতা এল কে আদবানি, ড় মুরলি মনোহর যোশী, রাজনাথ সিং, অমিত শাহ, নিতিন গডকরি, পীযূষ গোয়েলকে নতুন জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, ব্রিজেশ পাঠক, দারা সিং চৌহান এবং মিঠুন চক্রবর্তীকেও স্থান দেওয়া হয়েছে। বরুণ গান্ধী এবং তার মা মানেকা গান্ধীকে নতুন কর্মসমিতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এর পাশাপাশি, সুব্রহ্মণ্যম স্বামীকেও জায়গা দেওয়া হয়নি। বরুণ গান্ধী আজকাল লখিমপুর খেরির ঘটনা নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার। বোঝা যাচ্ছে যে এই কারণে বরুণ এবং মানেকা গান্ধীকে ওয়ার্কিং কমিটির বাইরে রাখা হয়েছে।

সিং বলেছেন যে, ৫০জন বিশেষ আমন্ত্রিত এবং ১৭৯ জন স্থায়ী আমন্ত্রিতকে জাতীয় কর্মসমিতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী, বিধানসভা ও আইন পরিষদে আইনী দলের নেতা, রাজ্য সভাপতি, রাজ্য ইন-চার্জ, কো-ইন-চার্জ, রাজ্য সংগঠনের মুখ্যমন্ত্রী এবং আয়োজকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

জাতীয় কর্মসমিতির সদস্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পাশাপাশি বরিষ্ঠ নেতা এল কে আদবানি, ড় মুরলি মনোহর যোশী, রাজনাথ সিং, অমিত শাহ, নিতিন গডকরি, পীযূষ গোয়েল, ভিসাল জলি, কান্না লক্ষ্মীনারায়ণ, কিরেন রিজিজু, বিজয়া চক্রবর্তী, রবিশঙ্কর প্রসাদ, গিরিরাজ সিং, ভাগীরথী দেবী, নিত্যানন্দ রায়, সরোজ পান্ডে, অজয় চন্দ্রকর, লতা উসেন্দি, ড় হর্ষবর্ধন, এস জয়শঙ্কর, মীনাক্ষী লেখী, রমেশ বিধুরী, মনোজ তিওয়ারি, শ্রীপদ নায়ক, পুরুষোত্তম রূপলা, মনসুখ মাণ্ডাভিয়া, ভূপেন্দ্র যাদব, কৃষ্ণপাল গুর্জার, সুনিতা দুগ্গল, অনুরাগ সিং ঠাকুর, ড জে জিতেন্দ্র সিংহ, ড দর্শন অন্দরবি, প্রহ্লাদ যোশী, নির্মলা সীতারামন, ভি. মুরলীধরন, কুম্মানাম রাজশেখরন, নরেন্দ্র সিং তোমার, ড় বীরেন্দ্র খটিক, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, নরোত্তম মিশ্র, প্রকাশ জাভড়েকর, চিত্র কিশোর ওয়াঘে, বিশ্বজিৎ সিংহ, এএল হেক, ধর্মেন্দ্র প্রধান, জুয়াল ওরাম, অশ্বিনী বৈষ্ণব, নামশিবায়াম, হরদীপ সিং পুরী, সোম প্রকাশ, ওমপ্রকাশ মাথুর, গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, অর্জুনরাম মেঘয়াল, সজকউর মীণা পন রাধাকৃষ্ণন, জি. কিষান রেড্ডি, জিতেন্দ্র রেড্ডি, বিবেক ভেঙ্কটাস্বামী, জি. রামমোহন রাও, প্রতিমা ভৌমিক, অজয় ভট্ট, সাতপাল মহারাজ, বিজয় বহুগুণা, মহেন্দ্রনাথ পান্ডে, স্মৃতি ইরানি, মুখতার আব্বাস নকভি, সন্তোষ গঙ্গোয়ার, সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি, দারা সিং চৌহান, স্বামী প্রসাদ মৌর্য, ব্রিজেশ পাঠক, ডা. সঞ্জীব বালিয়ান, ডা. অনিল জৈন, মিঠুন চক্রবর্তী, দীনেশ ত্রিবেদী, স্বপন দাস গুপ্ত, ভারতী ঘোষ, অনির্বাণ গাঙ্গুলী এবং ডা. মুকুটমণি অধিকারী।

মাদক মামলা : ১৪-দিনের জেল হেফাজতে আরিয়ান-সহ ৮ অভিযুক্ত

মুম্বই, ৭ অক্টোবর (হি.স.): আপাতত স্বস্তি পেলেন না শাহরুখ খানের পুত্র আরিয়ান খান-সহ ৮ জন। প্রমোদতরী থেকে মাদক উদ্ধার মামলায় আগামী ১৪-দিন আরিয়ান খান, আরবাজ মার্চেন্ট-সহ ৮ জনকে জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন মুম্বইয়ের এসপ্ল্যানেড ম্যাজিস্ট্রের আদালতের বিচারপতি। নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি) এদিন আরিয়ান-সহ বাকি ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে রাখার আর্জি জানিয়েছিল, কিন্তু এনসিবি-র আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত। বিচারপতি জানান, এনসিবি তাদের হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছে। এরপরেই আরিয়ানদের ১৪-দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারপতি। আদালত এদিন জানিয়েছে, এই মামলার শুনানি হবে বিশেষ এনডিপিসি আদালতে। এদিনই আরিয়ানের অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন করেন শাহরুখ নিযুক্ত আইনজীবী। সেই অন্তর্বর্তী জামিনের শুনানি হবে শুক্রবার বেলা ১১টায়। বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ৭ অক্টোবর পর্যন্ত আরিয়ানকে নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরোর (এনসিবি) হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। চার দিন এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারীর সংস্থার রুদ্ধদ্বার কক্ষে কাটিয়েছেন আরিয়ান। চলেছে জিজ্ঞাসাবাদ। এনসিবি সূত্রের খবর, জেরার সময় সহযোগিতা করেছেন শাহরুখ-পুত্র। কিন্তু আপাতত বহাল থাকবে তাঁর বন্দিদশা। এসপ্ল্যানেড ম্যাজিস্ট্রের আদালত থেকে এদিন জেলের পরিবর্তে এনসিবি-র অফিসে নিয়ে যাওয়া হয় আরিয়ানদের। শুক্রবার পর্যন্ত এনসিবি অফিসেই থাকবেন, কারণ জেল ওই মুহূর্তে নতুন বন্দীদের গ্রহণ করেনি।

গুয়াহাটির ব্রহ্মপুত্রের ওপর আরও একটি সেতু নির্মাণে ৩,০৯৪ টাকা মঞ্জুর, জানান অর্থমন্ত্রী নির্মলা

লোকসেবা অধিকার ওয়েব পোর্টালের উদ্বোধন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : গুয়াহাটির ব্রহ্মপুত্রের ওপর ৩,০৯৪ টাকা ব্যয়সাপেক্ষে পলাশবাড়ি এবং শুয়ালকুচি সংযোগী আরও একটি সেতু নির্মাণের জন্য অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক। জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। আজ বৃহস্পতিবার শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রে অসম লোকসেবা অধিকার ওয়েব পোর্টালের উদ্বোধন করে এই খবর শুনিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী।

প্রদত্ত ভাষণে নির্মলা সীতারমণ বলেন, ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পাড় এবং দক্ষিণ পাড়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে প্রস্তাবিত সেতু তৈরি হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জনসাধারণ বেজায় উপকৃত হবেন। বলেন, এই সেতু কার্যক্ষম হয়ে গেলে উত্তর পাড়ের নলবাড়ি, বরপেটা, বাকসা ইত্যাদি জেলার সঙ্গে গুয়াহাটির দূরত্ব বহু কমে যাবে। এতে সময়েরও সাশ্রয় হবে।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা বলেন, অসমে বিভিন্ন বহুপাক্ষিক প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের মান দেখে তিনি প্রভাবিত। গত সাড়ে চার মাসে রূপায়িত পরিকাঠামোগত বিভিন্ন প্রকল্পের বলে রাজ্যে উন্নয়নের ধারা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। তিনি আরও বলেন, সমগ্র দেশের পরিকাঠামোকে মজবুত করতে কেন্দ্রীয় সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাও। আজকের দিনকে একটি উল্লেখযোগ্য দিন বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি। বলেন, ওয়েব পোর্টাল হচ্ছে সময় সাপেক্ষে গণ সেবা তথা জনসাধারণর উন্নয়ন কার্যসূচিকে শক্তিশালী করার এক উত্তম মাধ্যম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ, কৃষিমন্ত্রী অতুল বরা, স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত, মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া প্রমুখ বহুজন।

অগপ-য় যোগদান হাইলাকান্দি কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা জওহরলাল

গুয়াহাটি / হাইলাকান্দি (অসম), ৭ অক্টোবর (হি.স.) : মধুচন্দ্রিমার অবসান, হাত ছেড়ে হাতির পিঠে চড়লেন হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা জওহরলাল চক্রবর্তী। জওহরলাল চক্রবর্তী দীর্ঘ দু-দশকের বেশি সময়কাল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে কাজ করেছেন। এক সময় তিনি দলের জেলা কমিটির উপ-সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছিলেন। দলত্যাগের আগ মুহূর্ত তিনি উপ-সভাপতির দায়িত্ব নির্বাহ করে আসছিলেন। তবে জহরলাল গত কয়েক বছর ধরে জেলা কংগ্রেস কার্যালয় 'ইন্দিরা ভবন' যাওয়া আসা অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছিলেন বিভিন্ন কারণে। শেষমেষ কংগ্রেস দলের সঙ্গে মধুচন্দ্রিমার অবসান ঘটিয়ে জওহরলাল চক্রবর্তী দল থেকে পদত্যাগ করেছেন। আর জাতীয় দল কংগ্রেসে ছেড়ে এবার যোগ দিলেন রাজ্যের আঞ্চলিক দল তথা শাসক-জোটশরক অগপ-য়। আজ বৃহস্পতিবার গুয়াহাটির আমবাড়িতে অগপর সদর কার্যালয়ে দলের সভাপতি অতুল বরা এবং কার্যনির্বাহী সভাপতি কেশব মহন্তের উপস্থিতিতে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ওই দলে যোগদান করেন।

তাঁর সঙ্গে হাইলাকান্দি জেলা সভাপতি অতুল বরা তাঁকে দলীয় উত্তরীয় পরিয়ে দলে বরণ করেন। এ সময় অগপ-র হাইলাকান্দি জেলা সভাপতি আফতাব উদ্দিন লস্করও উপস্থিত ছিলেন। অগপ-য় নাম লিখিয়ে জওহরলাল চক্রবর্তী জানিয়েছেন, অগপ দলের আদর্শ ও নীতি মেনে এই দলে যোগদান করেছেন এবং দলের আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করে চলবেন তিনি। আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে হাইলাকান্দিতে অগপ প্রার্থী দেবে এবং দলীয় প্রার্থীদের জয়ী করে আনতে আপ্রাণ চেষ্টা তিনি চালাবেন বলেও জানান।

কংগ্রেসের আরও কয়েকজন কর্মী আজ অগপ দলে যোগ দিয়েছেন বলে জওহরলাল চক্রবর্তীর দাবি। এদিকে, অগপ-র হাইলাকান্দি জেলা কমিটির সভাপতি আফতাব উদ্দিন লস্কর জানিয়েছেন, জওহরলাল চক্রবর্তীর মতো প্রবীণ অভিজ্ঞ রাজনীতিক নেতা অগপয় যোগদানের ফলে তিনি বেজায় খুশি। এতে দল আরও শক্তিশালী হবে, সন্দেহ নেই। তাঁকে (জওহরলাল) দলের কেন্দ্রীয় কমিটি বা জেলা কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে বলে জেলা সভাপতি আফতাব উদ্দিন লস্কর জানিয়েছেন।

ভুল প্রশ্নপত্রের প্রতিবাদে টেট পরীক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবার আগরতলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। ছবি ঃ নিজস্ব।

করিমগঞ্জের চাঁদশ্রীকোণায় কালিগঞ্জ ডায়েট-এর 'স্বাস্থ্যবিধি ও কোভিড-১৯' শীর্ষক সজাগতা শিবির

করিমগঞ্জ (অসম), ৭ অক্টোবর (হি.স.) : উত্তর করিমগঞ্জ শিক্ষা খণ্ডের অন্তর্গত চাঁদশ্রীকোণা এমই স্কুলে কালিগঞ্জ ডায়েট-এর উদ্যোগে বৃহস্পতিবার একদিনের 'স্বাস্থ্যবিধি ও কোভিড-১৯' শীর্ষক সজাগতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে যোগদান করেন উত্তর করিমগঞ্জ শিক্ষা খণ্ড ও আরবান শিক্ষা খণ্ডের সিআরসিসি, নির্বাচিত শিক্ষক ও অভিভাবকগণ। শিবিরের শুরুতে উত্তর করিমগঞ্জ শিক্ষা খণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত কালিগঞ্জ ডায়েটের প্রভাষক মিষ্টু ভট্টাচার্য ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক সুস্থতা, সুষম আহার গ্রহণ, পরিছন্নতা ও অভিভাবকদের সচেতনতা ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য পেশ করেন। এর পর ড় শুভশ্রী দত্ত তাঁর বক্তব্যে বলেন, গ্রামাঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের কোনও সমস্যা হলে অভিভাবকদের ফার্মাসিতে গিয়ে ওষুধ নেওয়ার পরিবর্তে সরাসরি হাসপাতালে যাওয়া উচিত। শিশুদের শারীরিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক সুস্থতার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে অভিভাকদের। যোগগুরু বিনয় ভট্টাচার্য শারীরিক সুস্থতার জন্য ছাত্রছাত্রীদের যোগাসন অভ্যাসের ওপর অভিভাবকদের সচেতন হওয়ার অনুরোধ করেন। তিনি নিজেও বেশ কয়েটি আসনের মুদ্রা প্রদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে আরবান ব্লকের সিআরসিসি চয়ন বণিকের পরিচালনায় শিবির সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন উত্তর করিমগঞ্জ শিক্ষা খণ্ডের বিইইও অনুপ পুরকায়স্থ এবং চাঁদশ্রীকোণা এমই স্কুলের প্রধানশিক্ষক স্বপন শুক্লবৈদ্য। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে এদিনের স্বাস্থ্য শিবিরের সমাপ্তি ঘটে।

করিমগঞ্জের হাড়িখাই এলপি স্কুলের শিক্ষক নিজাম উদ্দিনের মৃত্যুতে শোকসভা

করিমগঞ্জ (অসম), ৭ অক্টোবর (হি.স.) : ১৪৬ নম্বর হাড়িখাই এলপি স্কুলের শিক্ষক নিজাম উদ্দিনের মৃত্যুতে উত্তর করিমগঞ্জ শিক্ষা খণ্ডের লাতু কেন্দ্রে বৃহস্পতিবার এক শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। করিমগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীর উত্তর করিমগঞ্জের প্রাক্তন সভাপতি আব্দুল বাসিতের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এদিনের শোক সভায় শিক্ষক শিক্ষিকারা প্রয়াত শিক্ষকের কর্মজীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

তাঁরা বলেন, প্রয়াত নিজাম উদ্দিন সমাজে একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে একজন আদর্শ শিক্ষকের সব গুণ ছিল বলে মতামত ব্যক্ত করেন শিক্ষক শিক্ষিকারা। সদা প্রাণবন্ত হাস্যোজ্জ্বল কণ্ঠস্বর ছিল তাঁর। এ জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। তাঁকে দেখলেই শ্রদ্ধা আসত অন্তর থেকে। তাঁর মৃত্যুতে শিক্ষক সমাজ একজন সংস্কৃতিমনা শিক্ষক হারিয়েছে।

সভায় বক্তব্য পেশ করেন শিক্ষক সম্মিলনীর উত্তর করিমগঞ্জের প্রাক্তন সভাপতি মাহবুব আহমেদ চৌধুরী, আব্দুর রহিম, মনোজ মালাকার, বিধান দাস, ভূপেন্দ্র ভট্টাচার্য, স্মিতা ভট্টাচার্য, জাকির হুসেন চৌধুরী, কামাল উদ্দিন চৌধুরী, সজল দাস প্রমুখ। লাতু কেন্দ্রের শিক্ষক শিক্ষিকাদের পক্ষ থেকে প্রয়াত শিক্ষক নিজাম উদ্দিনকে মরণোত্তর সংবর্ধনা প্রদান করা হবে বলে আজকের শোক সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

সভার শেষে প্রয়াত শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার পাশাপাশি তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

কেরলে করোনার প্রকোপ কমছেই না, ১৪১ বেড়ে মোট মৃত্যু ২৫,৯৫২

তিরুবনন্তপুরম, ৭ অক্টোবর (হি.স.): কেরলে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। বিগত ২৪ ঘন্টায় কেরলে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১২,২৮৮ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ১৪১ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় কেরলে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৫,৮০৮ জন। কেরলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৭৪৪ জন। কেরলের স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় কেরলে নতুন করে ১২,২৮৮ জন আক্রান্ত হয়েছেন। ১৪১ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ২৫,৯৫২-এ পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় কেরলে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৫,৮০৮ জন। কেরলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৭৪৪ জন।

লখিমপুরের ঘটনায় রিপোর্ট তলব সুপ্রিম কোর্টের, শুক্রবার ফের শুনানি

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের লখিমপুর খেরিতে হিংসার ঘটনার স্বতঃপ্রণোদিত মামলার শুনানি চলবে শুক্রবারও। বুধবার সন্ধ্যায় এই বিষয়ে প্রধান বিচারপতি এনভি রামানার এজলাসে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা নথিভুক্ত হয়। বৃহস্পতিবার সেই মামলারই শুনানি শুরু হয় প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা, বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি হিমা কোহলীর বেঞ্চে। এদিন উত্তর প্রদেশ সরকারকে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছে জানতে চায়, লখিমপুর খেরি হিংসার ঘটনায় কারা অভিযুক্ত, কে বা কারা গ্রেফতার হয়েছে এবং কাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে? এ বিষয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্ট্যাটাস রিপোর্টও তলব করেছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। শুক্রবার ফের মামলার শুনানি। এ দিন শুনানির শুরুতেই প্রধান বিচারপতি বলেন, ''গত মঙ্গলবার দু'জন আইনজীবী এই বিষয়ে আদালতকে চিঠি দিয়েছিলেন। আমি সেই চিঠি রেজিস্ট্রিতে পাঠাই। কিন্তু ভুল বোঝাবুঝির কারণে মামলাটি জনস্বার্থ হিসেবে নথিভুক্ত না হয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা হিসেবে নথিভুক্ত হয়।'' উল্লেখ্য, গত ৩ অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে কৃষকদের আন্দোলন চলাকালীন একটি গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে ৪ জন কৃষকের মৃত্যু হয়। গোলমালে আরও ৪ জন-সহ মোট ৮ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। ঘটনায় নাম জড়িয়ে যায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনি এবং তাঁর ছেলের। উত্তরপ্রদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে যায়। এই প্রেক্ষিতেই সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে।

হাইলাকান্দি সিভিল হাসপাতালে অক্সিজেন প্লান্ট-এর উদ্বোধন

হাইলাকান্দি (অসম), ৭ অক্টোবর (হি.স.) : হাইলাকান্দিবাসীর জন্য সুখকর খবর। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান। উদ্বোধন হলো বহু প্রতীক্ষিত, বহু চর্চিত অক্সিজেন প্লান্ট।

পিএম কেয়ার্স পিএসএ অক্সিজেন প্লান্ট-এর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অবশ্যই ভার্চুয়ালে। আজ বৃহস্পতিবার দেশের প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একযোগে ভার্চুয়াল কর্মসূচির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পিএম কেয়ার্স পিএসএ অক্সিজেন প্লান্ট-এর উদ্বোধন করেছেন। এই তালিকায় রয়েছে রাজ্যের প্রান্তিক জেলা হাইলাকান্দিও।

হাইলাকান্দি জেলার শতশয্যা বিশিষ্ট সন্তোষ কুমার রায় অসামরিক হাসপাতালে বসানো হয়েছে অক্সিজেন প্লান্ট। এদিন অসম তথা দেশের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে হাইলাকান্দি এসকে রায় অসামরিক হাসপাতালে সকাল ১১টায় পিএম কেয়ার্স পিএসএ অক্সিজেন প্লান্ট-এর ভার্চুয়াল কর্মসূচির মাধ্যমে উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এ উপলক্ষ্যেমো এসকে রায় অসামরিক হাসপাতালে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর এই ভার্চুয়াল কর্মসূচিতে হাইলাকান্দি এসকে রায় অসামরিক হাসপাতালে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা, জেলা বিজেপি সভাপতি স্বপন ভট্টাচার্য, জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. অরুণাভ চৌধুরী, হাসপাতালের অধিক্ষক ডা. এস দত্ত, স্বাস্থ্য বিভাগের ডিপিএম মারুফ আলম বড়ভুইয়াঁ, আলগাপুরের বিধায়ক প্রতিনিধি জামাল চৌধুরী, হাইলাকান্দির বিধায়ক প্রতিনিধি রকিব উদ্দিন লস্কর, অক্সিজেন প্লান্টের সুপারভাইজার ডা. ধ্রুব মানিক, বিজেপি নেতা গৌতম গুপ্ত সহ হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

পরে যৌথভাবে ফিতা কেটে অক্সিজেন প্লান্ট-এর উদ্বোধন করেন বিজেপি সভাপতি স্বপন ভট্টাচার্য, এসকে রায় অসামরিক হাসপাতালের অধীক্ষক ডা. অরুণাভ চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। হিন্দুস্থান সমাচার / অনীশ / সমীপ

চলতি বছর জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ২৮ জন সাধারণ নাগরিক : আইজিপি কাশ্মীর

কাশ্মীর, ৭ অক্টোবর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে সুরক্ষা বাহিনীর উপর হামলা তো চলছেই। বৃহস্পতিবারই শ্রীনগরে সিআরপিএফ জওয়ানদের ক্যাম্প লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ে জঙ্গিরা। সুরক্ষা বাহিনীর পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসী হামলার মুখে পড়ছেন সাধারণ নাগরিকরাও। শুধুমাত্র কাশ্মীরেই চলতি বছরে সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ২৮ জন সাধারণ নাগরিক। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানিয়েছেন কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ বিজয় কুমার। আইজিপি জানিয়েছেন, 'মৃত ২৮ জনের মধ্যে ৫ জন স্থানীয় হিন্দু এবং শিখ সম্প্রদায়ের এবং দু''জন স্থানীয় নন (হিন্দু শ্রমিক)।'

কাশ্মীরের আইজিপি জানিয়েছেন, এই সমস্ত ঘটনায় সন্ত্রাসীরা পিস্তল ব্যবহার করছে। সদ্য জঙ্গি সংগঠনে নাম লেখানো সন্ত্রাসীদের দিয়ে এসব করানো হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জঙ্গিদের মতদদাতাদের সরাসরি যোগাযোগ থাকছে। প্রচুর সংখ্যক জঙ্গিদের মৃত্যুর কারণে নিজেদের কৌশল পাল্টে নিরস্ত্র পুলিশ কর্মী, রাজনৈতিক নেতা ও সাধারণ মানুষদের টার্গেট করছে জঙ্গিরা। মহিলাদেরও ছাড়ছে না।

উত্তর-পশ্চিম জাপানে ৫.৯ তীব্রতার ভূমিকম্প, তীব্র কম্পন টৌকিওতেও

টৌকিও, ৭ অক্টোবর (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জাপানের চিবা প্রিফেকচার। তীব্র ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে রাজধানী টৌকিও ও সংলগ্ন অঞ্চলে। জাপানের ভূতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র প্রথমে জানিয়েছিল, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় টৌকিওতে ৬.১ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। তবে, সুনামির কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে, ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৯ এবং ভূপৃষ্ঠের ৬২ কিলোমিটার (৩৮.৫ মাইল) গভীরতায়। টৌকিও ও সংলগ্ন অঞ্চলে ভূকম্পন বেশ ভালোই টের পাওয়া যায়। কিছু বিল্ডিং কেঁপে ওঠেও বলে জানা গিয়েছে। তবে, ক্ষয়ক্ষতি অথবা হতাহতের কোনও খবর নেই। টৌকিওর বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের তীব্রতা বেশ শক্তিশালী ছিল। ভালোই টের পাওয়া গিয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার।

লখিমপুর খেরি হিংসায় ধৃত দুই অভিযুক্ত, খোঁজ মিলছে না কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ছেলের

লখনউ, ৭ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের লখিমপুর খেরিতে হিংসা মামলায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল উত্তর প্রদেশ পুলিশ। বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশ পুলিশ জানিয়েছে, লখিমপুর খেরি হিংসা মামলায় লবকুশ ও আশিষ পান্ডেকে নামে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। একইসঙ্গে পুলিশ জানিয়েছে, খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় কুমার মিশ্রর ছেলে আশিষের। এই হিংসা মামলায় আশিষকে ৮ অক্টোবর (শুক্রবার) পুলিশের কাছে হাজিরা দেওয়ার জন্য এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর বাড়ির বাইরে নোটিশ সাঁটিয়ে এসেছে উত্তর প্রদেশ পুলিশ।

উল্লেখ্য, গত ৩ অক্টোবর উত্তর প্রদেশের লখিমপুর খেরিতে কৃষকদের আন্দোলন চলাকালীন একটি গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে ৪ জন কৃষকের মৃত্যু হয়। গোলমালে আরও ৪ জন-সহ মোট ৮ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। ঘটনায় নাম জড়িয়ে যায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনি এবং তাঁর ছেলের। উত্তরপ্রদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে যায়। বিরোধীদের লাগাতার আক্রমণ করছে যোগী আদিত্যনাথ সরকারকে। এমতাবস্থায় হিংসা মামলায় গ্রেফতার করা হল দুই অভিযুক্তকে।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

শিশুর আচরণগত সমস্যা চিহ্নিত করার উপায়

লাইফস্টাইল ডেস্ক, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমসন্তানকে আদর-ভালোবাসা যেমন দিতে হয় তেমনি সঠিক পথে রাখার জন্য শাসনও করতে হয়।

অনেকসময় বাবা-মায়ের অতিরিক্ত স্নেহ আদর সন্তানকে নষ্ট করে দিতে পারে। ভাবতে শুরু করে তারা ইচ্ছেমতো যা খুশি করতে পারে। এই ধরনের আচরণগত সমস্যা অনেক অভিভাবক খেয়াল করতে পারেন, আবার অনেকে পারেন না।

শিশু-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে সন্তানের আচরণগত সমস্যা চিহ্নিত করার পন্থা ও সংশোধনের উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

বড়দের অসম্মান করা: বড়দের সঙ্গে খোলামেলাভাবে মেশা বা মন খুলে কথা বলতে পারা স্বাস্থ্যকর সম্পর্কের লক্ষণ। তবে খোলামেলা সম্পর্কের নামে তাদের অসম্মান করে কথা বলা বা অসংবেদনশীল আচরণ করা মোটেও ঠিক নয়। সন্তানকে এই ধরনের আচরণে কখনই উৎসাহ দেওয়া যাবে না। বরং এমন করতে দেখলে তাকে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। প্রথম অবস্থায় এমন আচরণ খুব একটা দৃষ্টিকটু না লাগলেও পরে তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যেতে পারে। বা তার ব্যক্তিত্বের একটা অংশেও পরিণত হতে পারে।

যখন তখন বদমেজাজ: আচরণগত সমস্যা আছে এমন শিশুরা সব কিছু নিজেদের ইচ্ছা মতো পেতে চায়। এর ব্যতিক্রম ঘটলে তারা ঘরে এমনকি বাইরেও জিনিসপত্র ছোড়াছুড়ি করে বা অন্যান্য বিশৃংখল আচরণ করে যা সবসময় মজাদার নাও হতে পারে। তাই শিশুর এমন আচরণকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। আর সব কিছুই যে তার ইচ্ছা মতো হবে না সে শিক্ষাও দিতে হবে।

সব সময় পুরস্কারের প্রলোভন দেখাতে হয়: সন্তানকে শান্ত রাখার জন্য প্রায় সময় কি তাকে পুরস্কারের প্রলোভন দেখাতে হয়? সহজ বাংলায় যাকে বলে ‘ঘুঁষ’। এটা হতে পারে শিশুর বাজে আচরণের একটা লক্ষণ।

তাই কোনো কিছু চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে না দিয়ে বরং ‘না’ শুনতে কেমন লাগে সেটার একটা পরীক্ষা চালানো যেতে পারে। যদিও প্রথম প্রথম এই ‘না’ শোনার কারণে বাসার পরিবেশ জটিল আকার ধারন করতে পারে। তবে ধীরে ধীরে সে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ ঘটার অভিজ্ঞতাও লাভ করবে।

অন্যদের নিয়ে মজা করা: সংবেদনশীলতার অভাব আচরণগত সমস্যার লক্ষণ। সন্তান যদি অন্যদের সঙ্গে অকারণ মশকরা করে বা দুঃখ দিয়ে কথা বলে তাহলে শুরুতেই তার ভুল ধরিয়ে দিয়ে শুধরে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এমন আচরণ দীর্ঘদিন অনুশীলন করতে দেওয়া তার ভবিষ্যতের জন্য অমঙ্গল বয়ে আনবে।

পালটা জবাব: যেসব শিশুদের মাঝে আচরণগত সমস্যা আছে তারা কখনই নিজেদের ভুল স্বীকার করতে চায় না। বরং তারা বড়দের কথা ও উপদেশের তোয়াক্কা না করে বরং মুখের ওপর পালটা জবাব দেয়। আর কথার খুঁত ধরে বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করে।

সন্তানের মাঝে এমন আচরণ দেখা দিলে শুরু থেকেই তার ভুল ধরিয়ে দিতে হবে। আর পরে যেন বড়দের অসম্মান না করে সেই শিক্ষা দিন।

কখনই সন্তুষ্ট নয়: সন্তানের জন্য যা করছেন বা তাকে যা দিচ্ছেন তার কোনো কিছুতেই সে সন্তুষ্ট হয় না- এরকম হলে বুঝতে হবে সে ইতোমধ্যে বিগড়ে গেছে।

এই ধরনের শিশুদের আচরণগত কিছু সমস্যা থাকে যা ঘরে ও বাইরে বাজেভাবে প্রকাশ করে তারা। এমন শিশুদের চাহিদার কোনো শেষ নেই এবং কোনো কিছুতে সন্তুষ্টিও নেই।

তাই সন্তানকে সুশিক্ষা দিতে, চাওয়া মাত্রই তাকে সব কিছু না দিয়ে বরং চাহিদা ও প্রয়োজনের পার্থক্য বোঝাতে চেষ্টা করতে হবে।

মাথার ত্বকের যত্নে ‘অ্যান্টি ড্যানড্রাফ’ শ্যাম্পু

চুলকানি বা খুশকির সমস্যা থাকলে ‘ক্লিয়ার হিজাব পিওর শ্যাম্পু’ ভালো সমাধান দিতে পারে।

কোনো সময় ভ্যাপসা গরম আবার হঠাৎ বৃষ্টি। মিশ্র এই আবহাওয়াতে মাথার ত্বক বেশিরভাগ সময় চিটচিটেভাব হয়ে থাকে। যে কারণে বাইরে গেলে ধুলাবালি মাথার ত্বকে মিশে নানান সমস্যা তৈরি হয়। আবার যারা হিজাব ব্যবহার করেন তাদের চুল বাইরের দূষণ থেকে রক্ষা পেলেও গরমের কারণে মাথা ঘেমে থাকে। যা থেকেও হতে পারে খুশকি।

ব্যস্ত জীবনে বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে খুশকি দূর করার সময় না পেলে এই সমস্যা দূর করার সহজ সমাধান হতে পারে ‘ক্লিয়ার হিজাব পিওর’ শ্যাম্পু। কারণ এটা খুশকি দূর করার যাবতীয় উপাদান সমৃদ্ধ। এছাড়া মাথার ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা, ফাঙ্গাসের আক্রমণ ইত্যাদি থেকেও রক্ষা করে। চিটচিটেভাব দূর করে চুল রাখে ঝরঝরে উজ্জ্বল।

করণীয় এই মৌসুমে একদিন পর পর ‘ক্লিয়ার হিজাব পিওর’ শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। সমস্যা বেশি থাকলে প্রতিদিনও ব্যবহার করা যায়। - মাথার ত্বক আর্দ রাখতে এক টেবিল-চামচ নারিকেল তেল ব্যবহারের পর ‘ক্লিয়ার হিজাব পিওর’ অ্যান্টি-ড্যান্ড্রাফ শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। এছাড়া নিয়মিত অন্যান্য শ্যাম্পুর অতিরিক্ত ব্যবহার থেকে বিরত থাকা গেলে খুশকির সমস্যা কম দেখা দেয়। - চুল ভিজিয়ে নিয়ে মাথার ত্বকে একমুঠো বেইকিং সোডা ছড়িয়ে হালকা হাতে মালিশ করতে হবে। এরপর হালকা শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলতে হবে। বেইকিং সোডা মাথার ত্বক পরিষ্কারের পাশাপাশি যে কোনো ফাঙ্গাসের সংক্রমণ রোধে সহায়তা করবে।

- পর্যাপ্ত পরিমাণে লবণ নিয়ে তা মাথার ত্বকে ছড়িয়ে শুকনা অবস্থায় মাথার ত্বক ম্যাসাজ করতে পারেন। এতে মাথার ত্বক পরিষ্কার হবে এবং ফাঙ্গাসের সংক্রমণও রোধ হবে। এরপর শ্যাম্পু করে চুল ধুয়ে ফেলতে হবে।

- রসুনে রয়েছে অ্যান্টি-ফাঙ্গাল উপাদান, যা খুশকি রোধে সহায়ক। শুধু রসুনের রসই খুশকি দূর করতে সহায়ক। তবে রসুনের গন্ধ দূর করতে চাইলে রসুন ছেঁচে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে মাথার ত্বকে লাগাতে হবে। আর খুশকি দূর করার পাশাপাশি সুরভিত চুলের জন্য ‘ক্লিয়ার হিজাব পিওর’ শ্যাম্পু ব্যবহারের পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ধুয়ে নিন।

- খুশকির কারণে হওয়া মাথার ত্বকে জ্বলুনি ও অস্বস্তি কমাতে তাজা অ্যালো ভেরার জেল মাথায় মালিশ করুন। এক ঘণ্টা পর চুল ধুয়ে ফেলুন। মাস্ক ধুতে ‘ক্লিয়ার হিজাব পিওর’ শ্যাম্পু ব্যবহার করুন।

করোনা আবহে মাঝেমধ্যেই মেজাজ হারাচ্ছেন? মন ভাল রাখুন সহজ এই উপায়ে

গত বছরের মার্চ থেকে শুরু হয়েছে। আর কতদিন এই করোনার এই প্রশ্নই যেন সকলের মনে। চারদিকে শুধুই হাহাকার। কোথাও বেড নেই, কোনও অক্সিজেনের আকাল আবার কোথাও খালি নেই। এমন পরিস্থিতিতে শরীরে পাশাপাশি মনকেও ভাল রাখতে হবে। মনের মধ্যে জোর রাখতেই হবে। কাজটি কঠিন। তবে জীবনকে হারতে দেওয়া যাবে না। তাই মনকে শক্ত করে তুলতেই হবে। এর জন্য কিছু সহজ উপায় অবলম্বন করতে পারেন।

১) রাতের ঘুমের সঙ্গে আপস করবেন না। যত জেগে থাকবেন, তত মনের মধ্যে দুঃশ্চিন্তা বাড়বে। তাই নিজের মগজ ও শরীরকে পর্যাপ্ত বিশ্রাম দিন। ঘুম ভাল হলে মনও ভাল থাকবে।

২) অতিমারীর সময়ে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হওয়া উচিত নয়। কিন্তু ঘরে থাকলেও শরীরচর্চা করতে হবে। যোগাভ্যাস, ব্যায়াম, প্রাণায়ম শরীরকে যেমন ফিট রাখে, তেমনই মনকে চাঙ্গা করে। সকালে যদি করতে পারেন খুবই ভাল।

৩) বিশেষজ্ঞরা বলেন, মস্তিষ্কে অক্সিজেনের ঘাটতিও অবসাদের অন্যতম কারণ। এই ঘাটতি কীভাবে পূর্ণ করবেন? প্রচুর পরিমাণে জল খান। এতে মস্তিষ্কে অক্সিজেন পৌঁছাবে।

৪) পারলে সকালে ঘুম ভাঙার পর থেকে এবং রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত নিজের জন্য একটা রুটিন তৈরি করুন। ঠিক করে নিন কোন সময় কোনটা করবেন। এতে পরবর্তী পরিকল্পনার বিষয়টি মাথায় থাকবে। তাই বেশ অন্য ভাবনা ভাবার অবকাশ থাকবে না।

৫) অনেক সময় এমন অনেক কথা মনের ভিতরে জমে থাকে যা কাউকে বলা যায় না। অথচ তা বলে মনকে হালকা করা প্রয়োজন। লেখা অভ্যাস করেন। ডায়েরির পাতা কিংবা হাতের কাছের খাতায় মনের কথা লিখে ফেলুন।

৬) নতুন অভ্যাস তৈরি করতে পারেন। যেটা করার ইচ্ছে ছিল অথচ করা হয়ে ওঠেনি সময়ের অভাবে, তা শুরু করে দিন। নিজেকে ব্যস্ত ও আনন্দে রাখুন।

ক্লান্তি, রক্তের প্লেটলেট পতনও কোভিডের উপসর্গ হতে পারে, দাবি চিকিৎসকদের

দিন কয়েক ধরেই অসম্ভব ক্লান্তিতে ভুগছেন নাকি? রক্তের প্লেটলেটস একবার পরীক্ষা করে দেখুন তো! যদি হঠাৎ করেই অনেকটা কমে যায়, তো সাবধান। আপনি কোভিড আক্রান্তও হতে পারেন। কারণ, প্রচণ্ড ক্লান্তি আর এক ধাক্কায় প্লেটলেটস অনেকটা নিচে নেমে যাওয়াও কিন্তু কোভিড সংক্রমণের প্রাথমিক উপসর্গ হতে পারে বলে দাবি চিকিৎসকদের। আর ইতিমধ্যেই বেশ কিছু ঘটনায় এর প্রমাণও মিলেছে বলেই জানিয়েছেন তাঁরা।

এতদিন ধরে শুধুই জ্বর, সর্দিকাশি, স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতি চলে যাওয়া প্রভৃতিকেই কোভিড সংক্রমণের উপসর্গ বলে ধরে নেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় এর অন্য দিকটিও দেখা গিয়েছে। লখনউয়ের আজাদ নগর পাড়া রোডের বাসিন্দা, আলিম শেখ (৬০) অসম্ভব ক্লান্তি অনুভব করায়, ডাক্তারের পরামর্শে রক্ত পরীক্ষা করান। তখন দেখা যায়, তার প্লেটলেট কাউন্ট এক ধাক্কায় কমে ৮৫,০০০-য় নেমে এসেছে, সাধারণত যা থাকার কথা ১.৫-৪.৫ লক্ষ। তিনি ডাক্তারের পরামর্শমতো ওষুধ খেতে শুরু করেন। কিন্তু গত ২৩ এপ্রিল, তাঁর তীব্র শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ফের রক্ত পরীক্ষায় দেখা যায়, প্লেটলেট কাউন্ট আরও কমে ২০,০০০-এ নেমে এসেছে। তখন পরিবার তাঁকে হাসপাতালে ভরতি করতে যায় কিন্তু ব্যর্থ হয় কারণ অক্সিজেনের অভাবে হাসপাতাল ভরতি নেয়নি। চিকিৎসার অভাবে অচিরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

একইরকমভাবে, বালিগঞ্জের বাসিন্দা রাজকুমার রাস্তোগি (৫৯) গত ১৩ এপ্রিল অসম্ভব ক্লান্তি অনুভব করায় ডাক্তারের কথামতো রক্তপরীক্ষা করান। দেখা যায়, প্লেটলেট কাউন্ট কমে ২১,০০০-য় পৌঁছেছে। ওষুধে কিছুটা অবস্থার উন্নতি হয় কিন্তু ১৬ এপ্রিল তীব্র শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। তখন পরীক্ষা করে জানা যায়, রাজকুমার কোভিড নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। ফুসফুসে সংক্রমণ ছড়িয়ে যাওয়ায় দিন কয়েক পরে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু তাঁর ছেলের দাবি, “বাবার জ্বরও হয়নি, কাশিও হয়নি। এমনকী প্রথম দিকে শ্বাসকষ্টের সমস্যাও ছিল না, যে লক্ষণগুলিকে আমরা কোভিডের লক্ষণ বলেই জানি।”

এই বিষয়ে অধ্যাপক সন্তোষ কুমারের মত, “প্রতিটি ভাইরাল সংক্রমণে প্লেটলেট কাউন্ট কমে আসে। তাই কারও ক্লান্তি অনুভব হলে বা হঠাৎ প্লেটলেট কাউন্ট কমে গেলে, তা এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। বরং কোভিড পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত।”

উষ্ণতায় উজ্জ্বল পোশাকে

এক দিকে মহামারীর প্রকোপ, অন্য দিকে কাঠফাটা রোদ। এর মাঝেই বছর ঘুরে চলে এসেছে ঈদ। এবছর সবার মনে যেন একটাই কথা- যতদিন শ্বাস ততদিন আশ। নিজেকে নিরাপদ রাখার পাশাপাশি তাই আনন্দটাও করতে চাইছে সবাই সমানতালে। একারণেই পোশাকে ফিরে এসেছে ঈদ। এবার তারুণ্যের পোশাকে এসেছে নতুন ধারা। প্রতিবারের মতো পাঞ্জাবি তো থাকছেই, কিন্তু অত বেড়ানো বা আনুষ্ঠানিকতা না থাকার কারণে ‘ক্যাজুয়াল’ পোশাকই রাখছেন পছন্দের তালিকায় তরুণরা।

একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তরুণ ব্যবস্থাপক সোহান বলেন, “গেল বছরের মতো এই ঈদেও অনেকখানি সময় কাটবে ওয়েব আড্ডায়, তাই অন্তত শার্ট বা পাঞ্জাবিটা সুন্দর হতেই হবে।” স্নাতকের ছাত্র মিনার। তার কথায়, “এই গরমে এমনিতেও আমরা কিন্তু এদিক সেদিক গেলে হাফ প্যান্ট বা থ্রি কোয়ার্টার পরি।” “এখন তো এদিক সেদিক মানে বারান্দা থেকে লিভিং রুম, খুব বেশি হলে ছাদ।” পেশায় চিকিৎসক ফাহিম বললেন, “হাসপাতালের ডিউটিতে স্ট্রেস থাকার পরেও বাসার মানুষ যেন আমাকে দেখে স্বস্তি পায় একারণে একটু পাতলা কাপড়ের সবুজ বা নীল পাঞ্জাবি কিনবো।” বাজার ঘুরেও দেখা গেল পাতলা সুতি কাপড়ের পাঞ্জাবি কিনছেন অনেকে; যারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে আসছেন। বেড়েছে অনলাইনে কেনাকাটা। অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে ‘কাস্টোমাইজড’ পাঞ্জাবি। পরিবারের সবারে একরকম। আবার তারুণ্য নির্ভর ডিজাইনেও পাওয়া যাচ্ছে। লিলেনের কাবুলি ড্রেস এবার আছে অনেকের পছন্দের তালিকায়। দেশীয় ফ্যাশন হাউজ- বিবিয়ানা, বিশ্বরঙ, রঙ বাংলাদেশ, কে ক্রাফট, অঞ্জন্স ইতিমধ্যে অনলাইনে সরব হয়েছে। এছাড়াও, ক্যাটস আই, সেইলর, ডিমান্ড-সহ বিভিন্ন ফ্যাশন হাউজে পাওয়া যাচ্ছে ছেলেদের এবারের ঈদের পোশাক।

গরমে স্বস্তি দেবে সুস্বাদু পানীয় তবে ওজন বাড়াবে না

তরমুজের ঠান্ডাই

কম ক্যালরিযুক্ত পানীয়, একই সঙ্গে শরীর জুড়াবে ওজনও কমাতে সহায়তা করবে।

গরমকালে শরীর আর্দ ও ঠাণ্ডা রাখতে ফলের শরবত ও পানীয় গ্রহণ উপকারী। আবার যারা এই গরমে রোজা রাখছেন, তাদের জন্য ইফতারে রকমারি শরবতের ব্যবস্থা থাকেই।

তবে বাড়তি ক্যালরি গ্রহণের ভয়ে অনেকেই শরবত পান করতে চান না।

পুষ্টিবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে গরমে শরীর ঠাণ্ডা রাখার পাশাপাশি কম ক্যালরি সম্পন্ন এবং ওজন কমাতে সহায়ক কয়েকটি পানীয় সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হল।

তরমুজের শরবত

মিষ্টি ও সতেজকারক তরমুজের শরবত গরমের চমৎকার পানীয়। তরমুজে ৯৪ শতাংশ পানি ও প্রচুর আঁশ থাকে। এর সঙ্গে কয়েকটা পুদিনা পাতা যোগ করে সতেজভাব বাড়ানো যায়। আলাদা চিনি যোগ করার প্রয়োজন পড়ে না।

তরমুজ প্রাকৃতিকভাবে মিষ্টি ও আর্দতারক্ষাকারী। এক গ্লাস তরমুজের শরবত অনেকক্ষণ পেটভরা-ভাব আনে ও শরীর আর্দ রাখে। পাশাপাশি ইলেক্ট্রলাইট, ভিটামিন ও খনিজ সমৃদ্ধ।

শসার রস

শসা অন্যতম আর্দতা রক্ষাকারী ফল যা গরমে শরীর ঠাণ্ডা রাখতে ও ক্যালরি কমাতে সহায়তা করে। এটা কম ক্যালরি, উচ্চ আঁশ ও জলীয় উপাদান সমৃদ্ধ। আঁশ পেট ভরা ভাব আনে ও বাড়তি অস্বাস্থ্যকর খাবারের চাহিদা কমায়। শসার শরবতের স্বাদ বাড়াতে এতে লেবু ও পুদিনার পাতা যোগ করা যায়।

বিটরুটের শরবত

ওজন কমাতে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে বিটরুটের শরবত একটা পরিপূর্ণ পানীয়। এটা দ্রবণীয় ও অদ্রবণীয় খাদ্যাঁশ সমৃদ্ধ, যা পাচন ক্রিয়াকে সক্রিয় রাখে। বিটরুট লৌহ ও অন্যান্য পুষ্টি যেমন- আঁশ, ফোলাট (ভিটামিন বি-৯), ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, লৌহ ও ভিটামিন সি'য়ের ভালো উৎস। আঁশ সমৃদ্ধ বিটরুট খাওয়া পেশির ক্ষয় পূরণেও সাহায্য করে।

কমলার রস

কমলার রস খাওয়ার মাধ্যমে ভিটামিন সি খাবার তালিকায় যোগ করা যায়। ওজন কমাতেও সহায়তা করে। কমলার রস আলাদা করে চিনি ছাড়া পান করা যায়। এটা কোমল পানীয় খুব ভালো বিকল্প। কমলা দেহের ক্যালরি পোড়াতে সহায়তা করে। এছাড়াও, দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা থাকতে ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে সক্ষম।

আমের শেইক

গরমকালে আমের শরবত খাওয়ার উপকারিতার শেষ নেই। ভিটামিন কে, এ, সি, পটাশিয়াম ও ফোলাট সমৃদ্ধ এই ফল চিনি ছাড়া কম ননীযুক্ত দুধের সঙ্গে মিশিয়ে ‘শেইক’ তৈরি করে নেওয়া যায়। এটা ক্ষুধা নিবারণ করে, অস্বাস্থ্যকর খাবারের চাহিদা কমায়। ফলে হৃদপিণ্ড, ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

স্বল্প চর্বিযুক্ত দুধ এবং চিনি ছাড়া তৈরি আমের শ্যাঙ্ক পান করা তৃপ্তি বাড়িয়ে তুলতে পারে, অস্বাস্থ্যকর খাবারের জন্য আপনার আকাঙ্ক্ষা রোধ করতে পারে এবং আপনার হৃদয়, ত্বক এবং চুলের স্বাস্থ্যও বাড়িয়ে তুলতে পারে।

‘হার্ড ইমিউনিটি’ বলতে যা বুঝায়

বিধিনিষেধ শিথিলের পর শুক্রবার বিকালে ঢাকার নিউ মার্কেটের ফুটব্রিজে কেনাকাটায় ব্যস্ত ক্রেতারা। ছবি: আসিফ মাহমুদ অভি বিধিনিষেধ শিথিলের পর শুক্রবার বিকালে ঢাকার নিউ মার্কেটের ফুটব্রিজে কেনাকাটায় ব্যস্ত ক্রেতারা। ছবি: আসিফ মাহমুদ অভি করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিকভাবে ‘হার্ড ইমিউনিটি’ পাওয়া কঠিন। নির্দিষ্টি একটি জনগোষ্ঠী যখন টিকা নিয়ে কিংবা রোগে আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হয়ে একটি সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে ‘ইমিউনিটি’ বা রোগসংক্রমণ থেকে নিরাপত্তা পায় তখন পরোক্ষভাবে ওই পুরো জনগোষ্ঠী রোগটি থেকে সুরক্ষিত থাকে। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একেই বলা হয় ‘হার্ড ইমিউনিটি’।

এর মানে হল, এই জনগোষ্ঠী কিছু সদস্য যদি টিকা না নেন কিংবা টিকা নেওয়ার পর তাদের শরীরে ‘ইমিউনিটি’ তৈরি নাও করে, তবুও তারা ওই সংক্রামক রোগ থেকে সুরক্ষিত থাকবেন। কারণ আশপাশের মানুষের মাঝে যেহেতু ‘ইমিউনিটি’ তৈরি হয়েছে, তারাই বাকি সদস্যদের জন্য সুরক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করবেন।

এই ‘হার্ড ইমিউনিটি’ তৈরি হতে শুরু করলেই একসময় রোগটিকে পুরোপুরি নির্মূল করা সম্ভব হবে। সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ‘গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিন্স অ্যান্ড ইমিউনাইজেইশন’-এর প্রতিবেদন অবলম্বনে জানানো হলো বিস্তারিত।

‘হার্ড ইমিউনিটি’ পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা

রোগের জীবাণুর সংক্রমণ ক্ষমতা যত বেশি, একটি জনগোষ্ঠীকে ‘হার্ড ইমিউনিটি’ পেতে হলে তত বেশি সদস্যের শরীরে ‘ইমিউনিটি’ বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় হাম রোগের কথা।

প্রচণ্ড সংক্রামক রোগ এটি, একজন আক্রান্ত ব্যক্তি প্রায় ১৮ জনকে আক্রান্ত করতে পারে। সেই হিসেবে এই রোগের ‘হার্ড ইমিউনিটি’ পেতে হলে একটি জনগোষ্ঠীর ৯৫ শতাংশ সদস্যের মাঝে ‘ইমিউনিটি’ থাকতে হবে।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণের হার হাম রোগের তুলনায় কম, গড়ে একজন আক্রান্ত ব্যক্তি দুই থেকে তিন জনকে সংক্রমিত করেন। অর্থাৎ ‘হার্ড ইমিউনিটি’ পেতে হলে একটি জনগোষ্ঠীর ৬০ শতাংশের ‘ইমিউন’ বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে।

টিকার মাধ্যমে না হয়ে বরং রোগে আক্রান্ত হয়ে আবার সুস্থ হওয়ার মাধ্যমে যদি ‘হার্ড ইমিউনিটি’ অর্জন করা হয় তবে সেটা হলো প্রাকৃতিকভাবে অর্জন।

করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রে এভাবে ‘হার্ড ইমিউনিটি’ পাওয়া কঠিন। কারণ এই ভাইরাস সংক্রমণে যে রোগ হচ্ছে অত্যন্ত প্রাণঘাতি। আর সেজন্যই উত্তম উপায় হলো টিকা। টিকা থাকলেও ‘হার্ড ইমিউনিটি’ অর্জন করা সবসময় সহজ হয় না, সময় লেগে যায় অনেক। কিছু ভাইরাস যেমন মৌসুমী ‘ফ্লু’য়ের ভাইরাস দ্রুত বৈশিষ্ট্য পাল্টায়, ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তাদেরকে ধ্বংস করতে পারে না।

আবার ‘ইমিউনিটি’ সবসময় চিরস্থায়ী হয় না, আর এজন্য প্রতিবছর ‘ফ্লু শট’ দেওয়া হয় অনেক উন্নত দেশে।

প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিজেপি মহিলা মোর্চা পোস্ট কার্ড পাঠিয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব

দু'দশকের মাদক মামলায় অভিযোগ দায়েরের পরিমাণ বেড়েছে ২৯৮ শতাংশ !

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : গত দু'দশকে মাদকাসক্তদের পরিমাণ বেড়েছে লাফিয়ে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রিপোর্ট বলছে, গত দু'দশকের মাদক মামলায় অভিযোগ দায়েরের পরিমাণ বেড়েছে ২৯৮ শতাংশ! যা চোখ কপালে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। এই বিপুল বৃদ্ধি ইঙ্গিত করছে দেশে মাদকের রমরমা ঠিক কতটা বেড়েছে।

২০২০ সালে বিজেপি সাংসদ রাজীবপ্রতাপ রুডির একটি প্রশ্নের জবাবে তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রত্তনলাল কাটারিয়া লোকসভায় জানান, দেশে সেই মুহূর্তে ১ কোটি ৪৪ লক্ষ অনূর্ধ ১৮ কিশোর-কিশোরী কোনও না কোনও মাদক কিংবা মদের নেশায় আসক্ত।

মন্ত্রীর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২০ সালে, ৪০ লক্ষ কিশোর-কিশোরী আফিম জাতীয় নেশায় আসক্ত। যেখানে ১৮ থেকে ৭৫ বছর বয়সিদের মধ্যে আফিম জাতীয় নেশা করার সংখ্যা ১ কোটি ৯০ লক্ষ। ইনহ্যালেন্ট বা শুঁকে নেশায় আসক্তদের সংখ্যা অনূর্ধ ১৮-দের মধ্যে প্রায় ৩০ লক্ষ। ১৮ থেকে ৭৫ বছর বয়সিদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৬০ লক্ষ। সেডাটিভ বা ঘুমের ওষুধ জাতীয় নেশায় আসক্ত ২০ লক্ষ অনূর্ধ ১৮ কিশোর-কিশোরী। সেখানে ১৮ থেকে ৭৫ বছর বয়সিদের মধ্যে এই সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ। ক্যানাবিস বা গাঁজা জাতীয় মাদকে আসক্ত অনূর্ধ ১৮-দের সংখ্যা ২০ লক্ষ। ১৮ থেকে ৭৫ বছর বয়সিদের মধ্যে এই সংখ্যা ২ কোটি ৯০ লক্ষ। থেকে ৭৫ বছর বয়সিদের মধ্যে এই মাদকে আসক্তের সংখ্যা ২০ লক্ষ। কোকেন সেবন করে এমন ১৮ অনূর্ধরে সংখ্যা ২ লক্ষ। ১৮ ঊর্ধদের মধ্যে এই নেশায় আসক্তদের সংখ্যা ১০ লক্ষ। এ ছাড়াও রয়েছে মদের নেশা। লোকসভায় পেশ করা রিপোর্ট বলছে, অনূর্ধ ১৮-দের মধ্যে মদে আসক্তদের সংখ্যা ৩০ লক্ষ। একই হিসেব বলছে, ১৮ ঊর্ধদের মধ্যে মদের নেশা করেন ১৫ কোটি ১০ লক্ষ জন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত দুই দশকে মাদকাসক্তদের পরিমাণ বেড়েছে লাফিয়ে। একটি পরিসংখ্যান বলছে, গত দু'দশকে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস (এনডিপিএস) আইনে অভিযোগ দায়েরের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ২৯৮ শতাংশ। ১৮ অনূর্ধদের মধ্যে এর বৃদ্ধি দ্বিগুণেরও বেশি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আসল সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি। কারণ বিভিন্ন সময় মাদক নেওয়ার ঘটনার অভিযোগ নথিভুক্তই হয় না। ২০২০ সালে লোকসভায় পেশ করা পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অনূর্ধ ১৮-দের মধ্যে দেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার ওপিঅয়েড জাতীয় মাদকের। এই জাতীয় মাদকের মধ্যে পড়ে আফিম, মরফিন, হেরোইন, স্ম্যাকপ্রভৃতি।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর রিপোর্ট বলছে, অতিমারির সময় অর্থাৎ ২০২০ সালে এনডিপিএস আইনে ধৃতের সংখ্যা ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৬৪। ২০১৫ সালে এই সংখ্যা ছিল ১২৩ এবং ২০১০ সালে মাত্র ৮২ জনকে এই আইনে গ্রেফতার করা হয়েছিল।---হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

অসম বিধানসভা উপনির্বাচন, নীতিনির্দেশিকা জারি রাজ্য নির্বাচন আধিকারিক নীতিন খাড়ের

গুয়াহাটি, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : আগামী ৩০ অক্টোবর অসমের পাঁচ আসনে অনুষ্ঠেয় উপ-নির্বাচন সংক্রান্ত নীতি-নির্দেশিকা জারি করেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক নীতিন খাড়ে (আইএএস)। আজ বৃহস্পতিবার খানাপাড়ায় অসম প্রশাসনিক পদাধিকারী মহাবিদ্যালয়ের ৩০৯ নম্বর সভাকক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে আসন্ন উপ-নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে নির্দেশনার তথ্য দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক।

আসন্ন উপ-নির্বাচনকে স্বচ্ছ, অবাধ এবং নির্ঝঞ্ঝাট করতে সকলের সহযোগিতা চেয়ে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক (সিইও) নীতিন খাড়ে জানান, আগামী ৩০ অক্টোবর ২৮ নম্বর গোসাঁইগাঁও, ৪১ নম্বর ভবানীপুর, ৫৮ নম্বর তামুলপুর, ১০১ নম্বর মরিয়নি এবং ১০৭ নম্বর থাওড়া আসনে ভোটদান শুরু হবে সকাল ৭:০০টা থেকে, চলবে এদিনই সন্ধ্যা ৫:০০টা পর্যন্ত।

কোভিড প্রকোপের দরুন প্রার্থীদের মনোনয়ন দাখিলের সময় জনসমাগম এবং মিছিল নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। এছাড়া নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রেও কঠোর বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সন্ধ্যা ৭:০০টার পর প্রচার করা চলবে না। তাছাড়া প্রতিটি রাজনৈতিক বা নির্দল প্রার্থী এবং তাঁদের সমর্থকদের সন্ধ্যা ৭:০০টা থেকে রাত ১০:০০টা পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটপ্রচারের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, রাত দশটার পর কোভিড-কারফিউ লাগু হয়ে যায়। এছাড়া কেবল পাঁচ ব্যক্তিকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এভাবে নির্বাচনী প্রচারের সময় এবার রোড শো বা মোটর সাইকেল মিছিল কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রকাশ্য তারকা প্রচারকের জনসভায় কোভিড বিধি অনুযায়ী নির্দিষ্ট ময়দানের ধারণ ক্ষমতার ৫০ শতাংশ বা ১,০০০ দর্শক-শ্রোতাকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

সিইও নীতিন খাড়ে আরও জানান, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, যে সব এলাকায় এক হাজারের বেশি ভোটার রয়েছেন, সেখানে অতিরিক্ত ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। এছাড়া বিশেষ সক্ষম এবং ৮০-ঊর্ধ প্রবীণ নাগরিকদের জন্য পোস্টাল ভোটিঙের ব্যবস্থা থাকবে বলেও জানান তিনি। তবে এই পরিষেবা পেতে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের স্ব স্ব বিধানসভা কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কাছে আবেদন করতে বলেছেন খাড়ে।

মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক বলেন, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ের নির্দেশিকা অনুযায়ী ইতিমধ্যে ভোটের সঙ্গে জড়িতদের ফ্রন্টলাইন কর্মী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই ভোট প্রক্রিয়ার জন্য তাঁদের প্রস্তুত করতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ভোট পর্বে কোভিড-এর যাবতীয় প্রটোকল অনুসরণ করা হবে। তিনি বলেন, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে সাবান, জল, স্যানিটাইজার ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে। তাছাড়া, ভোটারদের অবশ্যই মুখে মাস্ক পরতে হবে। কেবল তা-ই নয়, অতিমারি করোনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন প্রার্থীদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় সমর্থকের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করে বিধিনিষেধ জারি করেছে। সে অনুযায়ী কেবলমাত্র দুই সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়ন দাখিল করতে হবে প্রার্থীদের। এছাড়া ভোটের প্রচারেও কেবল পাঁচজনকে সঙ্গে নিয়ে ভোটারদের ঘরে ঘরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন, জানান অসমের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক নীতিন খাড়ে। যদি কোনও প্রার্থীকে সরকারের জারিকৃত কোভিড-১৯ প্রটোকল লঙ্ঘন করতে দেখা যায়, তা-হলে ভোটপ্রচারে তাঁকে বাধা দেবে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন। ভোট শুরুর ৭২ ঘণ্টা আগে নির্বাচনী প্রচার বন্ধ করতে হবে, জানান নীতিন।

প্রকৃত ভোটার হিসেবে প্রমাণ করতে সংশ্লিষ্টদের পরিচয়পত্র হিসেবে আধার কার্ড, প্যানকার্ড, এমজিএনরেগা জবকার্ড, ব্যাংক / ডাকঘরের ছবি সহ পাসবুক, শ্রম মন্ত্রালয় স্কিমের অধীনে ইস্যুকৃত স্বাস্থ্য বিমা স্মার্টকার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, আরজিআই-এর অধীনে এনপিআর কর্তৃক জারিকৃত স্মার্টকার্ড, ভারতীয় পাসপোর্ট, ছবি সহ পেনশন ডকুমেন্ট, কেন্দ্রীয় / রাজ্য সরকার / পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং / পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির কর্মচারীদের ছবি সহ সার্ভিস আইডেনটিটি কার্ড এবং সাংসদ / বিধায়ক / এমএলসিদের সরকারি পরিচয়পত্রের যে কোনও একটিকে বৈধ বলে বিবেচনা করা হবে। তিনি আরও জানান, ৩০ অক্টোবর পাঁচ আসনে অনুষ্ঠেয় উপনির্বাচনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে গত ১ অক্টোবর। সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিধানসভা কেন্দ্রের গোটা এলাকায় আদর্শ আচরণবিধি বলবৎ হয়ে গেছে।

ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিলের দিন ৮ অক্টোবর ধার্য করা হয়েছে। মনোনয়নপত্রের স্ক্রুটিনি ১১ অক্টোবর, প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৩ অক্টোবর এবং ভোট গণনা ও ফলাফল ২ নভেম্বর, ভোটপ্রক্রিয়া শেষ হবে ৫ নভেম্বর, জানিয়েছেন রাজ্য নির্বাচন আধিকারিক।

সম্পত্তি বিক্রি করে বিদ্যুতের বকেয়া মেটাবে তালিবান

কাবুল, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : বকেয়া টাকা না মেটালে আফগানিস্তানকে জোগান বন্ধ করে দেবে বিদেশি বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি। এমনই হুমকি পাওয়ার পর এবার এবার সম্পত্তি বিক্রি করে সেই দেনা মেটানোর ব্যবস্থা করছে তালিবান নিয়ন্ত্রিত আফগানিস্তানের সরকারি বিদ্যুত সংস্থা 'দা আফগানিস্তান ব্রেশনা শেরকত'।

পূর্ববর্তী আফগান সরকারের যে সমস্ত রাজনীতিবিদ বা আমলা বিদ্যুতের বিল মেটাননি, তাঁদের বাড়ি বিক্রি করে টাকা তুলবে আফগান বিদ্যুত সংস্থা। খামা নিউজ সূত্রে খবর, সরকারি বিদ্যুৎ সংস্থাটির বর্তমান প্রধান সফিউল্লা আহমদজাই জানিয়েছেন, শীঘ্রই সমস্ত দেনা মিটিয়ে দেওয়া হবে। দেশে বিদ্যুতের জোগান নিশ্চিত করা হবে।

তবে প্রশ্ন উঠছে সেই সম্পত্তি নিলাম করলে কিনবে কে? দেশটির বর্তমান পরিস্থিতিতে সেখানে বিনিয়োগে সেই অর্থে আগ্রহ নেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির। দেশের অভিজাত গোষ্ঠীর অধিকাংশই ধনসম্পদ বিদেশে সরিয়ে ফেলেছেন। ফলে এই পদক্ষেপের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

আফগানিস্তানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও জোগান দেওয়ার জন্য সেই অর্থে কোনও কেন্দ্রীয় পরিকাঠামো বা 'ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রিড' নেই। ফলে পড়শি মধ্য এশীয় দেশগুলি থেকেই বিদ্যুৎ আমদানি করতে হয় কাবুলকে। আফগানিস্তানে জেহাদিরা ক্ষমতায় আসার পর ইস্তফা দিয়েছেন দেশের সরকারি বিদ্যুৎ সংস্থার প্রধান দাউদ নুরাজি। তারপর থেকেই কার্যত থমকে রয়েছে সমস্ত প্রশাসনিক কাজ। এছাড়া, বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির বকেয়াও মেটাচ্ছে না তালিবান। ফলে শীতের মরশুমের আগে জোগান বন্ধ করে দিতে পারে তারা। দাউদ নুরাজি জানিয়েছেন, মূলত উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তান থেকে দেশের প্রয়োজনের ৫০ শতাংশ বিদ্যুৎ আমদানি করে আফগানিস্তান। আর চলতি বছর অনাবৃষ্টির জেরে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার/

আসাম ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ সোসাইটির ২৫ বছর পূর্তি, বর্ষব্যাপী কার্যসূচির সূচনা

শিলচর (অসম), ৭ অক্টোবর (হি.স.) : আসাম ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ থ্রিফটসঅ্যান্ড ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আজ বৃহস্পতিবার সূচনা হয় বর্ষব্যাপী কার্যসূচির। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপিনচন্দ্র পাল সভাস্থলে সোসাইটির পতাকা উত্তোলন ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে বর্ষব্যাপী কার্যসূচির উদ্বোধন করেন উপাচার্য ড় দিলীপচন্দ্র নাথ।

উদ্বোধনের পর পরিবেশন করা হয় 'আসাম বিশ্ববিদ্যালয় সমবায়' শীর্ষক উদ্বোধনী সঙ্গীত। স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন সোসাইটির সম্পাদক পিনাককান্তি রায়। অনুষ্ঠানে সারগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক অধ্যাপক ড় অপূর্বানন্দ মজুমদার। সোসাইটির ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন তিনি। বলেন, এই সোসাইটির সঙ্গে অনেকেই আমাদের মধ্যে নেই। তাঁদের অপরিসীম অবদানের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, সোসাইটি হলো একটি সংঘবদ্ধ শক্তি। একা কেউ সোসাইটি করতে পারে না। সবার সার্বিক সহযোগিতায় সোসাইটি আজ রজতজয়ন্তী বর্ষে পা রেখেছে। বর্ষব্যাপী কার্যসূচি উপলক্ষ্যে সোসাইটির উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেন অধ্যাপক অপূর্বানন্দ মজুমদার। স্মৃতি রোমন্থন করে তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালের ৪ অক্টোবর গঠন করা হয় এই সোসাইটি। তখন সোসাইটির চার আহ্বায়ক ছিলেন। কিন্তু কম সময়ের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কয়টি বিভাগের কর্মচারীদের যুক্ত করে শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। শুধু আর্থিক লেনদেন নয়, কর্মচারীদের একমঞ্চে মিলিত হওয়ার সুযোগ করে সোসাইটি। যাতে কর্মচারীদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধন গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে আক্ষরিক অর্থে সমবায় আন্দোলন সফল হয়। এর পর উদ্বোধন করা হয় সোসাইটির অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার। অনুষ্ঠানে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড় প্রদূষকিরণ নাথ, অধ্যাপক সজল নাগ।

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য পেশ করেছেন সোসাইটির চেয়ারম্যান তথা উপাচার্য ড় দিলীপচন্দ্র নাথ। তিনি বলেন, উপাচার্য পদে দায়িত্ব নেওয়ার পর এই সোসাইটির সদস্য হন তিনি। পদাধিকারবলে এই সোসাইটির চেয়ারম্যান তিনি। সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি অভিভূত। কীভাবে সোসাইটি থেকে উপকৃত হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা, এ বিষয়ে আলোকপাত করে উপাচার্য বলেন, নানা প্রয়োজনে ঋণ নেওয়ার প্রয়োজন হয় কর্মচারীদের। কিন্তু ব্যঙ্ক থেকে ঋণ নিতে গিয়ে কাগজপত্রের জন্য নানা ঝামেলায় পড়তে হয় তাঁদের। কিন্তু এই সোসাইটি সেই চাহিদা পূরণ করে যাচ্ছে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে। তাছাড়া এই সোসাইটির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সৌভ্রাতৃত্ববোধকে আরও মজবুত করেছে। উপাচার্য এই সোসাইটির দীর্ঘায়ু ও উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য পেশ করেন সোসাইটির বোর্ড অব ডিরেক্টর সাগ্নিক চৌধুরী।

ডিমা হাসাওয়ে নিম্ন কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ভূমিপূজন ও দু-লাইন হাইওয়ে নির্মাণের সূচনা নির্মলা সীতারমণের

উমরাংসো (অসম), ৭ অক্টোবর (হি.স.) : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ বহুজনকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাও জেলায় দু-দুটি প্রসল্পের শিলান্যাস করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। প্রথমে জেলার শিল্পনগরী হিসেবে পরিচিত উমরাংসোর লংকু নিম্ন কপিলি জল বিদ্যুৎ প্রকল্প (হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট)-এর ভূমিপূজন করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা। তার পর দিয়ুংমুখে হাফলং তিনআলি থেকে লোয়ার হাফলং পর্যন্ত ৯০ কিলোমিটার দু-লাইন হাইওয়ে সড়ক নির্মাণের শিলান্যাস করেন তিনি।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে নয়টায় দিল্লি থেকে গুয়াহাটি বরঝাড়ে গোপীনাথ বরদলৈ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন নির্মলা। গুয়াহাটি বিমানবন্দর থেকে বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে এদিন সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ উমরাংসোর লংকুতে অবতরণ করে এখানে আসাম পাওয়ার জেনারেশন কর্পোরেশন লিমিটেডে (এপিজিসিএল)-এর অধীনে নতুন ১২০ মেগাওয়াট নিম্ন কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ভূমিপূজন করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সমাবেশে নির্মলা সীতারমণ বলেন, প্রকল্পটি এই অঞ্চলের উন্নয়ন তরান্বিত করতে অনেক সহায়ক হবে। প্রথমবার এই অঞ্চলে এসে তিনি অনেক আনন্দ অনুভব করছেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন মোদী উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মোদীজির স্বপ্ন সাকার করতে অসম সরকার অক্লান্ত প্রয়াস জারি রেখেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পাহাড়ি জেলা উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে যাবে বলে দাবি করেন নির্মলা সীতারমণ।

এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা ছাড়াও ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অজন্তা নেওগ, বিদ্যুৎমন্ত্রী বিমল বরা, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা, পার্বত্য পরিষদের চেয়ারপার্সন রাণু লাংথাসা, কারবি আংলং স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য তুলিরাম রংহাং প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট)-এর জন্য ২,২০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এই টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দেবে ১,৭০০ টাকা।

ম্যালেরিয়ার প্রথম টিকা এল বিশ্বে, পেল হু-র অনুমোদন

জেনেভা, ৭ অক্টোবর (হি. স.): অবশেষে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ('হু')-র অনুমোদন পেল ম্যালেরিয়ার টিকা। ফলে এই প্রথম বিশ্বের বাজারে আসতে চলেছে মশাবাহিত ভয়ঙ্কর সংক্রামক রোগ ম্যালেরিয়ার টিকা। ব্রিটিশ ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা 'গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইন'-এর বানানো বিশ্বের প্রথম ম্যালেরিয়ার টিকা 'হু'-র অনুমোদন পেয়েছে। হু-র তরফে টুইট করে জানানো হয়েছে, এই টিকা প্রাথমিক ভাবে গোটা আফ্রিকা মহাদেশের শিশুদের দেওয়া হবে।

হু-র দেওয়া পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, ফিবছর বিশ্বে গড়ে ১০ থেকে ৩০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় ম্যালেরিয়ায়। এর মধ্যে ৮০ থেকে ৯০ শতাংশের মৃত্যু হয় সাহারা মরুভূমি সংলগ্ন আফ্রিকার দেশগুলির গ্রামাঞ্চলে। ভারতেও ২০০০ সাল পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হত ম্যালেরিয়ায়। তবে ২০০০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ভারতে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু-হার অনেকটাই কমেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে ভারতেই মৃত্যু-হার কমেছে সবচেয়ে বেশি। বিশ্বে ম্যালেরিয়ার প্রথম যে টিকাকে ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে হু, তার নাম 'আরটিএস, এস' বা 'মসকিউরিক্স'।

ইউরোপিয়ান মেডিসিনস এজেন্সির তরফে জানানো হয়েছে, ব্রিটিশ ওষুধ সংস্থা গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইন-এর বানানো ম্যালেরিয়ার এই টিকা ৬ সপ্তাহ থেকে ১৭ মাসের শিশুদেরও দেওয়া যাবে ম্যালেরিয়ার হাত থেকে সদ্যোজাতদের বাঁচানোর লক্ষ্যে। এই টিকা হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসের মাধ্যমে যকৃতের সংক্রমণও রুখতে পারবে।

উল্লেখ্য, ম্যালেরিয়ার এই টিকা প্রথম বানানো হয়েছিল আজ থেকে ৩৪ বছর আগে। ১৯৮৭ সালে। কিন্তু সেই টিকাকে এত দিন হু স্বীকৃতি দিতে রাজি হয়নি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার কয়েকটি জটিলতা থাকায়। তার মধ্যে অন্যতম এই টিকা ছিল চারটি পর্বের। তা ছাড়াও নেওয়ার কয়েক মাস পরেই সংক্রমণ রোখার ব্যাপারে এই টিকা আর কার্যকর হত না। পরে সেই সব সমস্যা কাটিয়ে ওঠে এই টিকা। ২০১৯ সালে হু-র তত্ত্বাবধানে ঘানা, কেনিয়া ও মালাউয়িতে শিশুদের দেওয়া ২৩ লক্ষ টিকা যথেষ্টই কার্যকর হয়েছিল।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বৃহস্পতিবার আগরতলায় মাতৃ শক্তি পূজা করেছে। ছবি ঃ নিজস্ব।

দাম বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : বৃহস্পতিবারও দাম বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের। এদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে ২৯ থেকে ৩৮ পয়সা পর্যন্ত। এই নিয়ে লাগাতার তিনদিন বাড়ল পেট্রোপণ্যের দাম। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার কলকাতায় লিটারপ্রতি পেট্রলের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৩ টাকা ৯৪ পয়সা। যা আগের দিনের থেকে ২৯ পয়সা বেশি। আর ডিজেলের দাম লিটার পিছু ৯৪.৮৮ পয়সা। আগের দিনের থেকে বেড়েছে ৩৫ পয়সা। রাজধানী দিল্লিতে এক লিটার পেট্রলের মূল্য ১০৩ টাকা ২৪ পয়সা। পাশাপাশি ডিজেলের মূল্য লিটারপিছু ৯১.৭৭ টাকা। এই দুটি মূল্য বেড়েছে যথাক্রমে ৩০ ও ৩৫ পয়সা করে। মুম্বইয়ে এক লিটার পেট্রল বিকোচ্ছে ১০৯ টাকা ২৫ পয়সায়। যা গতকালের থেকে ২৯ পয়সা বেশি। মুম্বইয়ে এক লিটার ডিজেলের দাম ৯৯ টাকা ৫৫ পয়সা। আগের দিনের থেকে বেড়েছে ৩৮ পয়সা। চেন্নাইয়ে লিটারপ্রতি পেট্রল বিকোচ্ছে ১০০ টাকা ৭৫ পয়সা দরে। ডিজেল বিকোচ্ছে ৯৫ টাকা ২৬ পয়সা লিটার দরে।

গঠিত অসম বিজেপির মিডিয়া সেল

গুয়াহাটি, ৭ অক্টোবর (হি.স.) : অসম বিজেপির মিডিয়া সেলকে ঢেলে সাজিয়েছেন দলের প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা। নবগঠিত কমিটিতে পূর্ববর্তী আহ্বায়ক দেওয়ান ধ্রুবজ্যোতি মরলকে রেখেছেন ভবেশ কলিতা। সহ-আহ্বায়ক করেছেন ঋতুপর্ণ তামুলি ফুকন, ড় ভাশ্বতী চক্রবর্তী, কৃষ্ণা নাথ এবং ঘনশ্যাম দলেকে। এছাড়া নবগঠিত সেলেন সদস্যরা যথাক্রমে বিষ্ণু কোচ, দ্বীপেন দেওয়ানজি, বজেন্দ্র দত্ত, বনি শইকিয়া, বিকাশ গুপ্তা, মৃন্ময় তালুকদার, দেবজিত ডেকা, পরাগ শর্মা, রঞ্জন কুমার বরা, ভাস্কর দাস, লক্ষেশ্বরর নাথ, সৌরভ দাস, দীপক তালুকদার এবং ধর্মেন্দ্র শইকীয়া। নবগঠিত মিডিয়া সেলের সদস্য সংবলিত খবর জানিয়েছেন বিজেপির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক দিপ্লু রঞ্জন বরা।

কোভিড নির্দেশিকা ৬ মাস বাড়াল রেল, মাস্ক না পরলেই ৫০০ টাকা জরিমানা

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.): করোনা-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ আরও ৬ মাসের জন্য বাড়িয়ে দিল ভারতীয় রেল মন্ত্রক। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, বিধিনিষেধের এই ৬ মাস রেল চত্বরে অথবা ট্রেনে মাস্ক না পরলেই জরিমানা করা হবে ৫০০ টাকা। ভারতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ আগের তুলনায় অনেকটা কমলেও, পুরোপুরি নির্মূল হয়নি। তাই করোনার আগ্রাস রুখতে ফের বিধিনিষেধ বাড়াল রেল।

বৃহস্পতিবার রেল মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আরও ৬ মাসের জন্য বাড়ানো হয়েছে করোনা-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ। এই সময়ে রেল চত্বরে অথবা ট্রেনে মাস্ক না পরলেই জরিমানা করা হবে ৫০০ টাকা। পাশাপাশি উৎসবের সময়ে করোনা-সতর্কতা মেনে চলতেও বলা হয়েছে।

৭ নভেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে বিজেপির জাতীয় কার্যনির্বাহীর বৈঠক

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সভাপতি জেপি নাড্ডার জাতীয় কার্যনির্বাহীর প্রথম বৈঠক আগামী মাসের ৭ নভেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে।

নাড্ডা প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এটি হবে বিজেপির প্রথম জাতীয় কার্যনির্বাহীর সভা। তবে বিজেপির তরফ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। বিজেপি সূত্র জানা গেছে, দেশের রাজধানীতে ৭ নভেম্বর এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নাড্ডা ২০ জানুয়ারি ২০২০ -তে বিজেপির জাতীয় সভাপতি হন। এর আগে, তিনি ২০১৯ সালের জুন থেকে ২০২০ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

মমতা ব্যানার্জির জয়ে আগরতলায় তৃণমূলের কর্মকর্তারা রং খেলছে। ছবি-নিজস্ব।

বিজেপির জাতীয় কর্মসমিতিতে ঠাঁই পেলেন রাজ্যের ৬ নেতা, বিশেষ আমন্ত্রিত রাজীব

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি. স.): জাতীয় কর্মসমিতি তথা ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ কমিটি ঘোষণা করল বিজেপি। সেখানে নাম রয়েছে একাধিক বঙ্গনেতার। এদিকে বঙ্গ ভোটে ধাক্কা খাওয়ার পরও বাংলার পর্যবেক্ষক পদে থাকছেন কৈলাস বিজয়বর্গীয়, অমিত মালব্য এবং অরবিন্দ মেনন। তাৎপর্যপূর্ণ জাতীয়স্তরে গুরুত্বপূর্ণ কমিটির বিশেষ আমন্ত্রিতদের তালিকায় রয়েছ রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও।

আগামী বছরই সাত রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি রাজ্য হল- উত্তরপ্রদেশ এবং গুজরাট। আবার ২০২৪ সালে রয়েছে লোকসভা ভোট। তার আগে বৃহস্পতিবার বিজেপি-র জাতীয় কর্মসমিতি ঘোষণা করেছেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা। আর সেই কমিটিতে জায়গা প্রাক্তন সাংসদ তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী, বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপি-তে যোগ দেওয়া তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ দীনেশ ত্রিবেদী, ভারতী ঘোষ, অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপন দাসগুপ্ত এবং নব্য বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী। বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্যজের মধ্যে নাম রয়েছে রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ জয়ন্ত রায়, সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, বিধায়ক অশোক লাহিড়ি এবং মাফুজা খাতুনেরও। বিজেপি-র সংবিধান অনুযায়ী এটি দলের অন্যতম প্রধান কমিটি। এর উপরে রয়েছে শুধু ১২ সদস্যের সংসদীয় বোর্ড। দলের যাবতীয় নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় সেই বোর্ড। কেন্দ্রীয় সম্পাদক পদে রইলেন রাজ্যের ড় অনুপম হাজরা। পশ্চিমবঙ্গ থেকে একমাত্র সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি হলেন দিলীপ ঘোষ।

একুশের ভোটে বাংলায় মুখ থুবড়ে পড়েছে বিজেপি। তার পর বাংলার তিন পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয়, অমিত মালব্য এবং অরবিন্দ মেননের বিরুদ্ধে দলের অন্দরেই ক্ষোভ বাড়ছিল। তবু তাঁদের হাতেই বাংলার পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব রেখে দিয়েছে বিজেপি।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

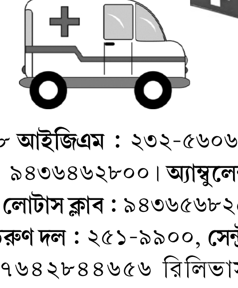

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কর্ণাটকে বাড়ি ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা

বেঙ্গালুরু, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : একটানা ভারী বর্ষণে কর্ণাটকের বেলাগাভি এলাকায় বাড়ি ধসে মৃত্যু হল অন্তত ৭ জনের। তাঁদের মধ্যে দুজন শিশুও রয়েছে। বুধবার রাতের এই ঘটনায় মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে এককালীন পাঁচ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্নাই।

হিরেবাগ্গেওয়াড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার এমজি হিরেমত জানিয়েছেন, বাড়িটি বেশ পুরনো। গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে ভিত দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনাস্থলে পাঁচজন প্রাণ হারান। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে আরও দুজনের মৃতু হয়। প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, মৃতদের মধ্যে দুটি শিশু রয়েছে। মৃতদের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। গোটা এলাকায় শোকের ছায়া। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

১২০ মেগাওয়াট নিম্ন কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প অসমের বিদ্যুৎ খণ্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে : মন্ত্রী বিমল বরা

উমরাংসো (অসম), ৭ অক্টোবর (হি.স.) : ১২০ মেগাওয়াট নিম্ন কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প অসমের বিদ্যুৎ খণ্ডে ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে, দাবি রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী বিমল বরার। আজ বৃহস্পতিবার ডিমা হাসাও জেলার শিল্পনগরী হিসেবে পরিচিত উমরাংসোর লংকু নিম্ন কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের ভূমিপূজন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসে উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন বিমল বরা।

মন্ত্রী বরা বলেন, আমাদের ঘরোয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন অনেক কম। তাই ঘরোয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করতে এ ধরনের প্রকল্প হাতে নেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিমল বরা বলেন, সমগ্র রাজ্যে পিক-আওয়ারে ২, ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন। কিন্তু ঘাটতির জন্য অন্য রাজ্য থেকে বিদ্যুৎ কিনতে হচ্ছে। তিনি বলেন, কপিলির জল অ্যাসিডিক। তাই এ থেকে পার্শক্রিয়ার ফলে যাতে কোনও দুর্ঘটনা সংঘটিত না হয় তার জন্য কারিগরি ও প্রযুক্তিগত তথা বিজ্ঞানসম্মত কৌশল ব্যবহার করে নতুন ডিজাইনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তাছাড়া রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের এআইবিপি প্রকল্পে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়ে তিনি বলেন, রাজ্যে বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নে আরও অধিক সাব-স্টেশন ডিস্ট্রিবিউশন সাব-স্টেশন, গ্রিড সাব-স্টেশন নির্মাণ ও নতুন ফিডার প্রয়োজন। আর এ সব নির্মাণ করতে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী বিমল বরা। তিনি বলেন, রাজ্যের বিদ্যুৎ খণ্ডের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাপক সাহায্য করছে।

শ্রীনগরের উপকণ্ঠে বিধ্বংসী আগুন, ক্ষতিগ্রস্ত বহু ঘর-বাড়ি

শ্রীনগর, ৭ অক্টোবর (হি.স.): শ্রীনগরের উপকণ্ঠে পরিমাপোরা এলাকায় বিধ্বংসী ভস্মীভূত হয়ে গেল বহু বাড়ি। গৃহহীন হয়ে পড়লেন অনেকেই। বৃহস্পতিবার দুপুরে পরিমাপোরা এলাকায় ফল মান্ডির কাছে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে বেশ কয়েকটি বাড়িতে। খবর দেওয়া হয় দমকলে, কিন্তু দমকল আসার আগেই বাড়িগুলি আগুনে পুড়ে যায়। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এলেও, বাড়ি ও বাড়িগুলির ভিতরে থাকা সমস্ত কিছু পুড়ে গিয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। আগুন কীভাবে লাগল, তা খতিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ঘরোয়া উৎপাদন বাড়িয়ে রাজ্যের প্রতিটি পরিবারকে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার প্রচেষ্টায় সরকার : মুখ্যমন্ত্রী

উমরাংসো (অসম), ৭ অক্টোবর ২০২১ (হি.স.) : ঘরোয়া উৎপাদন বাড়িয়ে রাজ্যের প্রতিটি পরিবারকে যাতে বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া যায় তার প্রচেষ্টা করছে সরকার। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে ভারত সরকার ১২০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের জন্য ২০২০ সালের ডিসেম্বরে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের সঙ্গে ২৩১ নিযুত ডলার ঋণ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছে। তাই আজ এখানে ভূমিপূজনের মাধ্যমে ১২০ মেগাওয়াট লংকু নিম্ন কপিলি জল বিদ্যুৎ প্রকল্প (হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট)-এর সূচনা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ বৃহস্পতিবার ডিমা হাসাও জেলার শিল্পনগরী হিসেবে পরিচিত উমরাংসোর লংকু নিম্ন কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্ট)-এর ভূমিপূজন করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন, কপিলি নদীর ওপর স্থাপনযোগ্য এই 'রান অব দ্য রিভার' প্রকল্পটি ২০২৪ সালের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। এই প্রকল্প প্রদূষণহীন বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। এর বলে ৪৯৬ গিগিওয়াট ঘণ্টা (জিডব্লিউএইচ) বাড়াতে সহায়তা করবে। এর ফলে গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন বছরে ৩৬০,০০০ টন কার্বন-ডাই অক্সাইড হ্রাস করতে সহায়ক হবে। এই প্রকল্পটি রাজ্যের বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

রাজ্যের উন্নয়নে খোলা হাতে অর্থ বরাদ্দ করায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণকে ধন্যবাদ জানান মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, উমরাংসোর লংকু নিম্ন কপিলি জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য মোট ব্যয় হবে ২,২০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১,৭০০ কোটি বরাদ্দ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ অর্থ ডিমা হাসাও জেলার উন্নয়নে খরচ করা হবে। তিনি বলেন, এই প্রকল্প হচ্ছে তৃতীয় পাওয়ার প্রজেক্ট প্ল্যান্ট। তার আগে ৭৫ মেগাওয়াট উমরাংসোর খাংডম পাওয়ার হাউস এবং ২০০ মেগাওয়াট কপিলি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। তবে এখন এই দুটি প্রকল্পের মেরামত চলছে, তাই তা কার্যকর নয়।

বিধানসভায় বিধায়ক হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শপথ বাক্য পাঠ করালেন জগদীপ ধনখড়

কলকাতা, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : বিধায়ক হিসেবে শপথ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ব নির্ধারিত সূচি মেনেই বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজ্য বিধানসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিধায়ক হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। বাংলাতেই শপথ বাক্য পাঠ করেন তিনি। একই সঙ্গে এদিন শপথ বাক্য পাঠ করেন সামশেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল শেখ এবং জঙ্গিপুরের বিধায়ক জাকির হোসেনও। বিরোধী শূন্য বিধানসভায় শপথ নিলেন মমতা। এদিনের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে বিজেপি-র কোনও বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী-সহ মন্ত্রিসভার সদস্যদের রাজভবনে শপথবাক্য পাঠ করাবেন রাজ্যপাল। আর বিধায়কদের বিধানসভায় শপথ বাক্য পাঠ করাবেন বিধানসভার অধ্যক্ষ, এটাই প্রচলিত রীতি। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ধারায় সেই ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়েছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়। সম্প্রতি রাজভবন থেকে বিধানসভার সচিবালয়ে সেই বার্তা পাঠানো হয়। তার পরেই পরিষদীয় দফতরের মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানান, রাজ্যপাল মমতা-সহ তিন জয়ী বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করাবেন।।পূর্ব নির্ধারিত সূচি মেনেই বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে দু'টো নাগাদ বিধানসভায় পৌঁছন তিনি। বিধানসভায় তাঁকে বিধায়ক হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করালেন রাজ্যপাল জগদীপ।বাকি দুই বিধায়ক অর্থাৎ আমিরুল ইসলাম ও জাকির হোসেনকেও শপথবাক্য পাঠ করান তিনি। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেই স্পিকারের ঘরে যান ধনকড়। শপথ গ্রহন অনুষ্ঠানের পর চা চক্রেরও আয়োজন করা হয়েছিল।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুব্রত বক্সি, মুকুল রায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা। এদিনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল সব সাংসদদের। তবে তাৎপর্যপূর্ণভাবে বিরোধী শিবিরের কারও দেখা পাওয়া যায়নি।

পুড়িয়ে হত্যা

● **প্রথম পাতার পর।।** করেছে। বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে মৃতের পরিবারের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে।

আহত চার

● **প্রথম পাতার পর।।** গুরুতর আঘাত পেয়েছে। অপরদিকে মিষ্টার জোসেল মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছেন। তাই দুজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা হাপানিয়া হাসাপাতলে রেফার করা হয়। বাকি দুজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, আহত ব্যক্তিরা সাব্রুম মনুর সিন্ধুক পাথর থেকে আগরতলার উদ্দ্যেশ্যে যাচ্ছিলো। হঠাৎ করে বেতাগা সাইনবোর্ড সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটি দুর্ঘটনার কবলে পরে। দুর্ঘটনার পরবর্তী সময় পুলিশ ঘটনার তদন্ত নেমেছেন।

কূর্ণীশ প্রধান্ত্রীর

● **প্রথম পাতার পর।।** সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিগণ জিবি হাসপাতালের সিটিভিএস ও ইন্টারভ্যানশন্যাল রেডিওলোজি বিভাগ পরিদর্শন করে পরিষেবা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন।

ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অক্সিজেন প্ল্যান্টগুলির উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও পরিকাঠামো উন্নয়নে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। করোনা পরিস্থিতিতে মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে অক্সিজেনের সরবরাহ বৃদ্ধি করা সহ পরিষেবা প্রদানে উন্নতি সাধিত হয়েছে। টেস্টিং ল্যাব স্থাপন, টিকাকরণ সহ বড়মাত্রায় জনসংখ্যা ও ভৌগলিক দূরত্বের প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে একাধিক পরিকল্পনা বাস্তাবায়িত হয়েছে। পিএম কেয়ারস তহবিলের অর্থানুকূল্যে অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপন সহ স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ সফলভাবে রূপায়িত হচ্ছে। দেশের সমস্ত রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নেও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রতিটি রাজ্যে অন্তত একটি করে এইমস স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা সরকারের রয়েছে। প্রতিটি জেলায় অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন যোগান সহ আধুনিকীকরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা আধুনিকীকরণের ফলে আরও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে হাসপাতালগুলি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণ সমস্যা নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার অপেক্ষা না করে নাগরিকদের কাছে সমস্ত পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। আর্থিক প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন পরিবারের উন্নত চিকিৎসার জন্য বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে আয়ুস্মান ভারত প্রকল্প। এর সহায়তায় নাগরিকগণ সমগ্র দেশে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুফল পাচ্ছেন। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সময়কালে সারা দেশে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই লক্ষ্যে অনেকাংশেই সাফল্য মিলেছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্বাস্থ্য পরিষেবায় ও পরিকাঠামোর উন্নয়ন হয়েছে বেশ কয়েকগুণ। চিকিৎসক থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য কর্মী ও অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সহায়তায় কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে। কোভিড পরিষেবার পাশাপাশি বিভিন্ন দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় সহ স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে। ডায়ালাইসিস সহ চিকিৎসার সুযোগ দ্রুত পৌঁছে দিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ চলছে। প্রতিমন্ত্রী বলেন, কঠিন সময়ে যিনি সঠিক দিশা দেখাতে পারেন তিনি প্রকৃত নেতৃত্ব হিসেবে পরিগণিত হন। কোভিড পরিস্থিতিতে সমগ্র দেশকে নিজের সুচিন্তিত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অভিজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পথ দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. সুভাশিষ দেববর্মা, মেডিক্যাল এডুকেশনের অধিকর্তা ডা. চিন্ময় বিশ্বাস সহ জিবি হাসপাতালের চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা।

জোরাল ভূমিকম্প দক্ষিণ পাকিস্তানে, মৃত প্রায় ২০ জন

ইসলামাবাদ, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পাকিস্তানের দক্ষিণ অংশ। ভূমিকম্পে এখনও পর্যন্ত ২০ জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। মৃতদের মধ্যে একজন মহিলা, ছটি শিশু। আহত দুশতাধিক। অধিকাংশের আঘাত গুরুতর। তাঁদের নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে প্রশাসন। নিখোঁজ বহু। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধারকার্য।

বৃহস্পতিবার ভোররাত সাড়ে তিনটে নাগাদ জোরাল কম্পন অনুভূত হয় দক্ষিণ পাকিস্তানের বালোচিস্তানের অন্তগর্ত হারনাই শহর। এদিন বালোচিস্তানের রাজধানী কোয়াত্তা শহরেও কম্পন অনুভূত হয়।পাকিস্তানের সেসমোলজি বিভাগ সূত্রে খবর, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬। মার্কিন ভূকম্পন বিশেষজ্ঞ বিভাগ জানাচ্ছে, রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৭। উৎসস্থল ছিল হারনাই এলাকার ভূপৃষ্ঠ থেকে ২০ কিলোমিটার গভীরে। ভূমিকম্পের সময় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকা গোটা শহর কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাড়িগুলির ছাদ-দেওয়াল ভেঙে পড়ে। ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়ে আছেন বহু মানুষ। কেউ কেউ সেই ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেও তাঁদের হাত-পায়ে চোট মারাত্মক। কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হলেও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অনেকে। জোরাল কম্পনের জেরে অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে গোটা এলাকা। জোরাল কম্পনের জেরে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে।

অক্সিজেন প্ল্যান্ট

● **প্রথম পাতার পর।।** আধিকারিক ডা. নির্মল সরকার বলেন, খোয়াই জেলা হাসপাতালে এই অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপন হওয়ায় রোগীরা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত সুপার ডা. শরদিন্দু রিয়াং। পিএম কেয়ারস ফান্ডে এই অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসাতে ব্যয় হয়েছে ৩৫ লক্ষ টাকা।

ধর্মনগরের উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালে ১৫০ এলপিএম পিএসএ অক্সিজেন প্ল্যান্ট আজ চালু করা হয়েছে। ইউনিসেফের অর্থানুকূল্যে এই অক্সিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন। অক্সিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যের চিকিৎসা পরিষেবার গুণগতমান আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা জেলা মহকুমা স্তরেও সম্প্রসারিত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. দীপক চন্দ্র হালদার। তিনি জানান, জেলা হাসপাতালে নতুনভাবে স্থাপিত এই অক্সিজেন প্ল্যান্ট থেকে বর্তমানে হাসপাতালের ৭৪টি বেডে পাইপলাইনের মাধ্যমে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে পূর্ত দপ্তরের ধর্মনগরের এসডিও গৌতম রায় ও হাসপাতালের অন্যান্য চিকিৎসকগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এই অক্সিজেন প্ল্যান্টটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিলো ২০২০ সালের ১৫ জুন। নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে গত ১২ সেপ্টেম্বর। অক্সিজেন প্ল্যান্টটি স্থাপনে ব্যয় হয়েছে ২৫ লক্ষ ৮ হাজার টাকা।

ধলাই জেলার কুলাইয়ে জেলা হাসপাতালে আজ পিএসএ অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু করা হয়েছে। অক্সিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেন ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি রুবি ঘোষ (গোপ)। এ উপলক্ষে জেলা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সভাধিপতি রুবি ঘোষ (গোপ) বলেন, কোভিড অতিমারী পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার শুরু থেকেই গুরুত্ব সহকারে কাজ করে যাচ্ছে। আগে আগরতলা থেকে অক্সিজেন আনতে হতো। এখন এই সমস্যা দূর হয়েছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. সাগর মজুমদার। তিনি জানান, এই অক্সিজেন প্ল্যান্ট থেকে ১২৬ জন রোগীকে অক্সিজেন দেওয়া যাবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অজিত শুরুদাস। সভাপতিত্ব কেন বাসুদেব পাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাণী শীল। উদ্বোধনের পর অতিথিগণ অক্সিজেন প্ল্যান্টটি পরিদর্শন করেন।

কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে আজ ২৫০ এলপিএম ক্ষমতা সম্পন্ন পিএসএ অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু হয়েছে। বিধায়ক প্রেম কুমার রিয়াং এক অনুষ্ঠানে অক্সিজেন প্ল্যান্টটির উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিধায়ক শ্রীরিয়াং বলেন, রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণ ও পরিকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে আজ অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু হলো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এমডিসি শৈলেন্দ্র নাথ, দশদা বিএসির চেয়ারম্যান জিরেন্দ্র রিয়াং, কাঞ্চনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ আচার্য, সমাজসেবী গৌতম রায়, মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. অলোক দেওয়ান।

বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে আজ এক অনুষ্ঠানে ৫০০ এলপিএম ক্ষমতা সম্পন্ন পিএসএ অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু করা হয়েছে। সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত অক্সিজেন প্ল্যান্টটির উদ্বোধন করেন। অক্সিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করে জিলা পরিষদের সভাধিপতি বলেন, মহকুমা হাসপাতালে এই অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু হওয়ায় মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হলো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী অঞ্জন পুরকায়স্থ, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. রঞ্জন বিশ্বাস, মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জ্যোতির্ময় দাস প্রমুখ। এই অক্সিজেন প্ল্যান্ট থেকে একসাথে ৩০ জন রোগীকে অক্সিজেন দেওয়া যাবে।

অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে আজ এক অনুষ্ঠানে অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু করা হয়েছে। বিধায়ক রঞ্জিত দাস এই অক্সিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সদস্য মহিভূষণ চক্রবর্তী, মহকুমা শাসক বিজয় সিনহা, মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. শুভেন্দু দেববর্মা প্রমুখ। এই অক্সিজেন প্ল্যান্ট থেকে ৭০ থেকে ৮০টি শয্যায় অক্সিজেন সরবরাহ করা যাবে।

এছাড়া আগরতলায় আইজিএম হাসপাতাল, ক্যান্সার হাসপাতাল এবং ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধন হয়েছে। খুমুলুং স্থিত খেরেংবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রেও আজ অক্সিজেন প্ল্যান্টের উদ্বোধন হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকের কথায়, ৬টি জেলা হাসপাতালে আজ থেকে নতুন প্ল্যান্টে অক্সিজেন উতাদন শুরু হবে। ১০টি মহকুমা হাসপাতালেও নতুন প্ল্যান্ট থেকে অক্সিজেন উতাদন হবে। যা রোগীর সেবায় দারুন উপযোগী হবে। হিন্দুস্থান সমাচারগুপ্রসন্দীপ

ত্রিপুরা স্টেট টাগ অ্যান্ড ওয়ার অ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক এবং রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। ছবি-নিজস্ব।

াঙ্গন

টি-২০ সিরিজ জিততে মরিয়া ভারতের প্রমীলা বাহিনী

সিডনি, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিততে মরিয়া হরমনপ্রীত কৌরের দল। কোনও রকম আপস করতে চান না। আগ্রাসী ক্রিকেট উপহার দিয়ে সিরিজ জিতে সফর শেষ করতে চান তিনি।এমনটাই জানিয়েছেন চোট সারিয়ে দলে ফেরা ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর।

আজ, বৃহস্পতিবার ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মহিলা ক্রিকেট দল সিরিজের প্রথম টি-২০ ম্যাচে পরস্পরের মুখোমুখি। অস্ট্রেলিয়া সফরে এর আগে ওয়ান ডে সিরিজ অল্পের জন্য হাতছাড়া হয়েছে। গোলাপি বলে দিনরাতের টেস্টে প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও চার দিনে খেলার মীমাংসা হয়নি। এ বার টি-টোয়েন্টি সিরিজ। তাই এবার এই সিরিজ জিততে মরিয়া ভারতের প্রমীলা বাহিনী। ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর বলেন, "টি-টোয়েন্টি সিরিজের তিনটি ম্যাচই আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনও মূল্যে সিরিজ জিতে সফর শেষ করতে চাই।" মেয়েদের ক্রিকেটে তিন ফর্ম্যাটের সিরিজ শুরু হওয়ায় খুশি হরমনপ্রীত। তিনি মনে করেন, যত ম্যাচ খেলার সুযোগ পাওয়া যাবে, ততই উন্নতি করবে প্রত্যেকে। হরমনপ্রীতের কথায়, "আগে ওয়ান ডে ও টি-টোয়েন্টি খেলার পরেই সফর শেষ হয়ে যেত। ইংল্যান্ড সফর থেকে তিনটি ফর্ম্যাটে খেলা হচ্ছে। অনেক বেশি ম্যাচ পাচ্ছে মেয়েরা। ক্রিকেটার হিসেবে উন্নতি করার সুযোগ অনেক বেশি পাওয়া যাচ্ছে।" হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

চাপ নয়, জার্মানির দায়িত্ব উপভোগ করছেন ফ্লিক

সবশেষ কয়েকটি মেজর টুর্নামেন্টে সাফল্য খরায় ভোগা জার্মানির সমর্থকরা হান্স ফ্লিককে ঘিরে স্বপ্ন বুনছেন সোনালি দিন ফিরে পাওয়ার। তবে প্রত্যাশার এই চাপকে খুব বড় সমস্যা মনে করছেন না তিনি। বায়ার্ন মিউনিখের ডাগআউটে সফল অধ্যায় শেষে জার্মানি জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়া এই কোচ বললেন, তার কাজটা বেশ উপভোগ্য। ২০১৯ সালের নভেম্বরে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে বায়ার্নের দায়িত্ব নেন ৫৬ বছর বয়সী এই কোচ। তার হাত ধরে ২০১৯-২০ মৌসুমে ইতিহাস গড়ে দলটি। বার্সেলোনার পর দ্বিতীয় দল হিসেবে বছরে ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক মিলিয়ে ছয় শিরোপার সবগুলোই ঘরে তোলে তারা। ইওয়াখিম লুভের কোচিংয়ে ২০১৪ সালে বিশ্বকাপ জয়ী জার্মানির এর পরের সময়টা কেটেছে ভীষণ বাজে। ২০১৮ বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেওয়ার পর গত জুন-জুলাইয়ের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ যোলো থেকে ছিটকে যায় তারা। মাঝে উয়েফা নেশন্স লিগের দুই আসরেও তাদের পথচলা ছিল বিবর্ণ। চলতি বছরের শুরুতে লুভ জানিয়ে দেন, ইউরোর পর আর দায়িত্বে থাকবেন না তিনি। এর পর আগামী বছরের কাতার বিশ্বকাপকে সামনে রেখে বড় স্বপ্ন নিয়ে ফ্লিকের হাতে তুলে দেওয়া হয় জার্মানির দায়িত্ব। শুরুটা তিনি ভালোই করেছেন। তার হাত ধরে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে টানা তিন ম্যাচ জিতেছে জার্মানি। এখন পর্যন্ত ছয় ম্যাচের পাঁচটি জিতে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে 'জে' গ্রুপের শীর্ষে আছে চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। শুক্রবার রোমানিয়ার বিপক্ষে জিতলে মূল পর্বে জায়গা করে নেওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে তারা। ম্যাচটির আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে ফ্লিক জানালেন, নতুন দায়িত্বে সময়টা বেশ উপভোগ করছেন তিনি। 'আমি কোনো চাপ অনুভব করছি না। এই দায়িত্ব খুব আনন্দের সঙ্গে পালন করা যায়। সফল হতে একটি ভালো দল থাকতে হবে...মানসম্পন্ন খেলোয়াড় থাকতে হবে।' ফ্লিকের জার্মানি গত তিন ম্যাচে কোনো গোল হজম না করে প্রতিপক্ষের জালে বল পাঠিয়েছে ১২ বার। সামনের ম্যাচগুলোতেও এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখার দিকেই চোখ সাবেক বায়ার্ন কোচের। 'আগামীকাল (শুক্রবার) আমাদের ম্যাচটি জিততে হবে এবং এটাই আমাদের লক্ষ্য। আমি ১-০ ব্যবধানে, একটি গোল করে, কোনো গোল হজম না করে, তিন পয়েন্ট তুলে নিতে চাই। এমন ফলাফল আমরা পেতে পারি। কিন্তু ম্যাচটি সহজ হবে না।' 'রোমানিয়া ফুটবল খেলতে চায়, বল দখলে রেখে এগিয়ে যেতে চায়, তারা গত তিন ম্যাচে তাদের জাল অক্ষত রেখেছে। তাই তাদের চাপে রাখার জন্য আমাদের অবশ্যই নিজেদের সেরাটা দিতে হবে।' ছয় রাউন্ড শেষে ১১ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে আর্মেনিয়া। ১ পয়েন্ট কম নিয়ে তিনে আছে রোমানিয়া।

ভারতের গ্র্যান্ডমাস্টারকে হারিয়েও নর্ম পেলেন না ফাহাদ

শুরুর দুই রাউন্ড জয়ের পর ছন্দ হারালেন। শেষ দুই রাউন্ড জিতলেও তাই ইয়ার লং প্রথম গ্র্যান্ডমাস্টার্স দাবায় প্রত্যাশিত সাফল্য পেলেন না মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান। টাইব্রেকিং পদ্ধতিতে বাংলাদেশের এই ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার হয়েছেন চতুর্থ। এক পয়েন্টের জন্য নর্ম পাওয়া হয়নি তার। বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের (বিওএ) মিডিয়া সেন্টারে হওয়া এ প্রতিযোগিতায় বৃহস্পতিবার নবম রাউন্ডে ভারতের গ্র্যান্ডমাস্টার দ্বীপ সেনগুপ্তাকে হারান ফাহাদ। পাঁচ জয় ও দুই ড্রয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে টাইব্রেকিং পদ্ধতিতে চতুর্থ হয়েছেন তিনি। এক পয়েন্টের জন্য ফাহাদ গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম না পেলেও এ আসরের পারফরম্যান্সে তার রেটিং পয়েন্টে ৪২ বেড়েছে। রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে এ ইভেন্টে তিনজন গ্র্যান্ডমাস্টার, ৬ জন ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার ও একজন ফিদে মাস্টারসহ ১০ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন। ৭ করে পয়েন্ট নিয়ে টাইব্রেকিং পদ্ধতিতে ভারতের দুই ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার আরণ্যক ঘোষ প্রথম ও নীলেস সাহা দ্বিতীয় হয়েছেন। ফাহাদের সমান ৬ পয়েন্ট নিয়ে টাইব্রেকিং পদ্ধতিতে তৃতীয় হয়েছেন বেলজিয়ামের গ্র্যান্ডমাস্টার ভাদিম মালাখাতকো।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ৪ রেফারি সহ ২০ জন আম্পায়ারের নাম ঘোষণা করল আইসিসি

দুবাই, ৭ অক্টোবর (হি. স.): আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য রেফারি ও আম্পায়ারদের নাম ঘোষণা করল আইসিসি। বৃহস্পতিবার আইসিসি ১৬ জন আম্পায়ার এবং চার জন ম্যাচ রেফারির নামও ঘোষণা করেছে। সেই তালিকায় ভারতের মাত্র একজন আম্পায়ার রয়েছেন। নীতিন মেনন ছাড়া ভারতের আর কোনও আম্পায়ার এই তালিকায় নেই।

এদিকে ২৪ অক্টোবর ভারত-পাকিস্তানের মতো হাইপ্রাফোইন ম্যাচের ফিল্ড আম্পায়ার হিসেবে থাকছেন দক্ষিণ আফ্রিকার মারাইস ইরাসমাস এবং ইংল্যান্ডের ক্রিস গাফানে। এবং রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ টিভি অফিসিয়াল হিসেবে থাকবেন।চার ম্যাচ রেফারির মধ্যে একজন প্রাক্তন ভারতীয় পেসার জগভাল শ্রীনাথ। —হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

খেলার মাঠে বান্ধবীকে বিয়ের প্রস্তাব দীপক চাহারের

দুবাই, ৭ অক্টোবর (হি. স.): খেলার মাঠে বান্ধবীকে বিয়ের প্রস্তাব চেন্নাই সুপার কিংসের তারকা পেসার দীপক চাহারের। পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে আইপিএল ম্যাচের শেষে গ্যালারিতে গিয়ে বান্ধবীকে বিয়ের প্রস্তাব দেন তারকা পেসার।

স্বাভাবিকভাবেই চাহারের প্রস্তাবে সম্মতি জানান তাঁর বান্ধবী। দীপকের এমন বিশেষ মুহূর্তের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। আইপিএলের তরফেও তাদের অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে চাহারের বান্ধবীকে হাঁটু গেড়ে বসে প্রোপোজ করার ভিডিও পোস্ট করা হয়।

বিদেশে খেলার মাঠে এতদিন গ্যালারিতে দর্শকদের এমন কাণ্ড দেখেছেন অনেকেই। তবে আইপিএলের মাঝে কোনও ভারতীয় ক্রিকেটার ভরা গ্যালারির সামনে বান্ধবীকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন, এমন ছবি নিতান্ত অপরিচিত। দুবাইয়ে সেই ছবিটাই দেখা গেল দীপক চাহারের সৌজন্যে।

১০০০ রান পূর্ণ করে আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে দুরন্ত বিশ্বরেকর্ড জেমিমার

সিডনি, ৭ অক্টোবর (হি. স.): আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে দুরন্ত বিশ্বরেকর্ড গড়লেন ভারতের জেমিমা রডরিগেজ। ছেলে ও মেয়েদের ক্রিকেট মিলিয়ে সবথেকে কম বয়সে আন্তর্জাতিক টি-২০ কেরিয়ারে ১০০০ রান পূর্ণ করার নজির গড়েন ভারতের তারকা মিডল অর্ডার ব্যাটার। এক্ষেত্রে তিনি ভেঙে দেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের স্টেফানি টেলরের রেকর্ড।

কারারা ওভালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজের প্রথম টি-২০ ম্যাচে ব্যাট করার সময় এমন অনবদ্য নজির গড়েন জেমিমা। মাইলস্টোনে পৌঁছতে ভারতীয় তারকার দরকার ছিল ২৪ রান, যা তিনি অনায়াসে সংগ্রহ করে নেন। জেমিমা ২১ বছর ৩২ দিন বয়সে এমন নজির গড়েন। স্টেফানি আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে ১০০০ রান পূর্ণ করেছিলেন ২১ বছর ১১১ দিন বয়সে।

এই ম্যাচের আগে টি-২০ কেরিয়ারে জেমিমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছিল ৪৭ ম্যাচের ৪০টি ইনিংসে ৯৭৬ রান। কারারা ওভালে তিনি অপরাজিত থাকেন ব্যক্তিগত ৪৯ রানে। সুতরাং, ৪৮ ম্যাচের ৪১ ইনিংসে জেমিমার সংগ্রহ দাঁড়ায় ১০২৫ রান।

উল্লেখ্য, বৃষ্টির জন্য ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের প্রথম টি-২০ ম্যাচ মাঝপথেই পরিত্যক্ত হয়। ১৫.২ ওভারে ভারত ৪ উইকেটের বিনিময়ে ১৩১ রান তুললে বৃষ্টিতে ম্যাচ বন্ধ হয়ে যায়। পরে আর খেলা শুরু করা যায়নি। মাল্টি ফর্ম্যাট সিরিজে উভয় দলকে ম্যাচ থেকে ১ পয়েন্ট করে ভাগ করে দেওয়া হয়।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

আঙুলে দ্বিতীয় অস্ত্রোপচার, এবার অ্যাসেজেও অনিশ্চিত বেন স্টোকস

লন্ডন, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : এ বার অ্যাসেজেও অনিশ্চিত হয়ে পড়লেন ব্রিটিশ তারকা বেন স্টোকস। তাঁর হাতের আঙুলে দ্বিতীয় অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে। যার জেরে পুরো সুস্থ হতে তাঁর অনেকটাই সময় লাগবে বলে জানা গিয়েছে। ফলে খেলা হবে না অ্যাসেজ।

এপ্রিলে আইপিএলের টিম রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে পঞ্জাব কিংসের ক্রিকেটার ক্রিস গেইলের ক্যাচ ধরার সময়ে বাঁ-হাতের তর্জনী ভেঙে গিয়েছিল স্টোকসের। যে কারণে নিউজিল্যান্ড এবং ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

আগে এক বার এই আঙুলে অস্ত্রোপচারও হয়েছে। নতুন করে আবার একই আঙুলে অস্ত্রোপচার করে স্ক্রু বের করা হয়। এর আগে পর্যন্ত ব্যাট ধরার সময়ে আঙুলে সমসা হচ্ছিল। প্রথম অস্ত্রোপারের পরে খেলতে গেলে ব্যথাও অনুভব করছিলেন স্টোকস।

চোটের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে ব্রিটিশ অল রাউন্ডার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবেন না বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। এ বার অ্যাসেজেও অনিশ্চিত হয়ে পড়লেন তিনি।

জুলাইয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের আগে ইংল্যান্ডের পুরো টিমই করোনার কারণে আইসোলেশনে ছিল। সেই সময় ইংল্যান্ডের জার্সিতে অভিষেক হওয়া ৯ জন ক্রিকেটারকে নিয়ে গঠিত ইংল্যান্ড দলের নেতৃত্ব দেন স্টোকস। সেই সিরিজে ৩-০ জেতে ইংল্যান্ড। তবে স্টোকসকে ব্যথা কমানোর ইঞ্জেকশন নিয়ে খেলতে হয়েছিল সেই সময়ে। টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টেও তিনি অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু দ্য হান্ড্রেড খেলার সময়ে চোটের জায়গায় সমস্যা এত বাড়ে যে তিনি দু''টো ম্যাচের পর আর খেলতে পারেননি। ২৬ জুলাই শেষ বার তিনি ২২ গজে নেমেছিলেন। হিন্দুস্থান সমাচার

দোহায় পৌঁছে গেল আফগানিস্তান ক্রিকেট দল

দোহা, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : টি২০ বিশ্বকাপের অংশ নিতে দোহায় পৌঁছে গেল আফগানিস্তান ক্রিকেট দল। টি২০ বিশ্বকাপের আগে সেখানেই অনুশীলন করবে তারা। টুইট করে আফগান দলের কাতারে আসার কথা জানিয়েছেন কাতারের উপবিদেশমন্ত্রী লোলওয়াহা আলখাতের।

কাতারের উপবিদেশমন্ত্রী লোলওয়াহা আলখাতের টুইট একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন। সেই টুইটে লিখেছেন, 'আগামী প্রতিযোগিতার জন্য তৈরি হতে কাতারে আসছে আফগানিস্তানের ক্রিকেট দল।'

আলখাতের টুইটে আরও লেখেন, 'আফগানিস্তান ক্রিকেট দল অনুশীলন করবে কাতারে। তালিবান সরকারের অনুরোধে তাদের স্বাগত জানানো হচ্ছে।'

১৭ অক্টোবর থেকে শুরু বিশ্বকাপ। আফগানিস্তান সরাসরি সুপার ১২-এ খেলতে নামবে। গ্রুপ ২-তে ভারত, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে রয়েছে আফগানিস্তান। সেই গ্রুপে আরও দুটো দল আসবে যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলে।

এদিন, আফগানিস্তান ক্রিকেট দলের সঙ্গে জাপান, বেলজিয়াম, আয়ারল্যান্ড, জার্মানি, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালি, সুইডেন এবং কানাডার কিছু মানুষও ছিলেন। আফগানিস্তান থেকে তাঁদের উদ্ধার করে কাতারে নিয়ে আসা হয়েছে। আফগানিস্তানের কিছু সাংবাদিকও ছিলেন সেই বিমানে। কাবুল থেকে এটা ষষ্ঠ বিমান এল কাতারে। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

The Society of Social Audit Ilnit-Tripura (SoSA U-T)
(Govt. Registered Society, (hider Finance Department, Government of Tripura)
Office of the Director, Social Audit Unit, Tripura
P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala
Email : sau.agt-tr@govt.in/dirsautripura@gmail.com
Website : https://Socialauditunit.tripuraw.gov.in
No. F.2 (16)/DIMAU/Aectts/2019-20/4156
Dated, Agartala, the 4th Oct, 2021

NOTICE INVITING EXPRESSION OF INTEREST

Expression of Interest (EoI) is invited to entrust in opening of Employee Provident Fund (EPF) accounts including e-filling of EPF returns & Mandatory deposit of contributions through Internet Banking every month in respect of Society of Social Audit Unit, Tripura (SoSAU-T) in the FY- 2021-22. EoI will be received up to **3.00 PM of 11/10/2021** in the office of the Director, Social Audit Unit, Fripura. (4th floor of R.D. Building), P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala, West Tripura, Pin-799006 and will be opened on the same day at 3.30 PM, if possible.

Terms & Condition of EoI stated below:

1. The Rates along with the relevant documents like Pan Card, Farm Registration, Aadhaar Card, I- Card, EPF Registration & GST Registration should be submitted in a sealed envelope, addressed to the Director, Social Audit Unit Tripura. The rates & relevant information should be submitted in prescribed format in ANNEXURE-A. The rates should be submitted in figures and words.
2. The tender documents should be written legibly and free from erasing, corrections and overwriting, otherwise the bid will be rejected.
3. The office reserves right to cancel the tender process at any time without assigning any reason. Bidders shall not he entitled to claim any damage or compensation whatever due to such cancellation.
4. Bidder himself or authorized representative with a valid written authority letter issued by the firm may attend at the time of opening Tender Process meeting.
5. Bidder should have at least 3 years of working experience in the related field and submit satisfactory performance from any other Organization/Semi-Govt/PSU/Society. A self declaration from the Bidder should be submitted in this respect.
6. Applicable taxes will be deducted from the bill at source.

[Sunil Debbarma, TCS, SSG (Retd.)]
Director
Social Audit Unit, Tripura

ICA-C-2391/2021-22

বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পর পর চার দিন ১২-১০-২০২১ (মহা সপ্তমী), ১৩-১০-২০২১ (মহা অষ্টমী), ১৪-১০-২০২১ (মহা নবমী) এবং ১৫-১০-২০২১ (বিজয়া দশমী) সরকারি ছুটি ঘোষণা থাকলেও আগামী ১২-১০-২০২১ (মহা সপ্তমী) এবং ১৪-১০-২০২১ (মহা নবমী) ইং তারিখে ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অন্তর্গত সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বহির্বিভাগ এবং ডায়গনস্টিক পরিষেবা খোলা থাকবে।

স্বাঃ- (ডাঃ শুভাশিস দেববর্মা)
স্বাস্থ্য অধিকর্তা
ত্রিপুরা সরকার

ICA-D-1040/2021-22

PRESS NOTICE INVITING TENDER No. 11/EE/E-CELL/ARDD/2021-22. Date : 04/10/2021.
Memo No : F.1(20)/E-Cell/ARDD/WORKS/TENDER/21/1936-42 Date :04/10/2021.

Percentage rate bids in single bid percentage rate tender are invited on behalf of the `Government of Tripura' in PWD 7(Seven) upto 3.00 p.m on 21/1.0/ 2021 for UNIT : i) 31/EE/E--CELL/ARDD/2021-22 ii)DNIT: 31/f_ti/E-CELL/ARDD/2021-22 All details can be seen in the office of the Undersigned. For any query please contact 9436969700.
N.B For details please Visit https://ardd.tripura.gov.in.

Executive Engineer
Engineering Cell, ARDD.
P.N. Complex, Agartala.

ICA-C-2387/2021-22

Detailed Notice Inviting Tender

The Principal, College of Agriculture, Tripura invites Tender for purchase of critical inputs under "IPM in Rice & Horticulture Crops in NEH Region". The details related to tender can be obtained from http://coatripura.ac.in/. Corrigendum/ Addendum, if any, will be published in College website only. Last date of tender submission is 26/10/2021.

Sd/-
(Dr. T.K. Maity)
Principal
CoA, Tripura, Lembucherra

ICA-C-2385/2021-22

Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd.
Agartala Dairy, P.O. Indranagar, Agartala 799006, Tripura
e-mail : tripuramilkunion@yahoo.com,
GMU/E-Tender/BUTTER OIL/2021-2022/20 Dated 08/10/2021
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

Chief Managing Director, Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd, (GCMUPL) Indranagar. Agartala Dairy invites Online e-Tenders through e-Procurement Portal of Govt. of Tripura (https://tripuratenders.gov.in) for Procurement of 27.72 MT Butter Oil. Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from https://tripuratenders.gov.in.
Last Date of submission of the e-Tender: 28/10/2021 upto 3.00 PM

ICA-C-2379/2021-22 **Chief Managing Director**

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

জিবি হাসপাতালে অক্সিজেন প্ল্যান্ট ঘুরে দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। ছবি-নিজস্ব।

২৪ ঘণ্টায় দেশে অনেকটা বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ, আক্রান্ত ২২ হাজার ৪৩১ জন

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : পুজোর আগে ফের খানিকটা বাড়ল করোনা সমক্রম। বৃহস্পতিবার সকালে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২২ হাজার ৪৩১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

গত দু'দিন দেশের দৈনিক সংক্রমণ কমবেশি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বৃহস্পতিবার তা একলাফে অনেকটা বেড়েছে। পরপর দু'দিন দৈনিক সংক্রমণ ২০ হাজারের নিচে থাকলেও এদিন তা ফের ২২ হাজারের গণ্ডি পেরিয়েছে।যা আগের দিনের থেকে অনেকটা বেশি। এই মুহূর্তে দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ৯৪ হাজার ৩১২। এদিকে দেশে একদিনে কোভিড-১৯-এ প্রাণ হারিয়েছেন ৩১৮ জন। দীর্ঘদিন বাদে একদিনের মৃতের সংখ্যাটা তিনশোর গণ্ডি পেরল। যা নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। দেশে এখনও পর্যন্ত করোনার বলি ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫৩৮ জন। তবে দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যু বাড়লেও গত ২৪ ঘণ্টায় স্বস্তি দিয়েছে করোনার অ্যাকটিভ কেস। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট বলছে, বর্তমানে দেশে করোনায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৪৪ হাজার ১৯৮ জন। যা গত কয়েক মাসে সর্বনিম্ন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশে ৩ কোটি ৩২ লক্ষ ২৫৮ জন করোনা থেকে মুক্ত হয়েছেন। যার মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনামুক্ত হয়েছেন ২৪ হাজার ৬০২ জন। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশে মোট ৯২ কোটি ৬৩ লক্ষেরও বেশি মানুষ করোনার টিকা পেয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

জঙ্গি হামলা জম্মু-কাশ্মীরের একটি স্কুলে, নিহত ২

শ্রীনগর, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : জম্মু-কাশ্মীরে একটি স্কুলে হামলা চালল জঙ্গিরা।। ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এবং এক শিক্ষক। বৃহস্পতিবার জঙ্গিরা সঙ্গম এলাকার একটি স্কুলে গুলি চালায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্রীনগরের সঙ্গম এলাকর একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে এ দিন সকালে হামলা চালায় জঙ্গিরা। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও অপর এক শিক্ষককে গুলি করে হত্যা করে। মৃত প্রধান শিক্ষকের নাম সুপিন্দর কৌর (৪৪) এবং অপর শিক্ষকের নাম দীপক চান্দ। দুইজনেই একটি ছেলেদের স্কুলে পড়াতেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এদিন সকালেই আচমকা স্কুলের ভিতর থেকে গুলির শব্দ শোনা যায়। এরপরই এলাকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। জঙ্গিরা বেরিয়ে যাওয়ার পর স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ স্কুলের ভিতরে ঢুকে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন দুই শিক্ষক। তাদের সঙ্গে সঙ্গে সৌরার এসকেআইএমএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলেছে পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনী। শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

শুক্রবার গুজরাটে যাচ্ছেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৭ অক্টোবর (হি.স.): এক-দিনের সফরে শুক্রবার গুজরাটে যাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এক-দিনের এই সফরে একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেবেন অমিত শাহ। গান্ধীনগর জেলার একটি গ্রামকে উৎসর্গ করবেন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, এছাড়াও নবরাত্রি উপলক্ষ্যে মন্দিরে গিয়ে পূজার্চনা করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অনুষ্ঠানেও অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে অমিত শাহের। গুজরাট পৌঁছনোর পর বিকেলে গান্ধীনগর রেল স্টেশনে যাবেন অমিত শাহ। স্টেশন চত্বরে অবস্থিত চায়ের স্টলে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি মাটির চায়ের কাপ বিতরণের একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি। গান্ধীনগর জেলার কালোল তালুকার পানসার গ্রামে যাবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ওই গ্রামকে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র উৎসর্গ করবেন তিনি। একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার কথা রয়েছে তাঁর।

উত্তরপ্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৯, আর্থিক সাহায্য ঘোষণা যোগী আদিত্যনাথের

লখনউ, ৭ অক্টোবর (হি. স.) : উত্তরপ্রদেশের বারাবাঁকিতে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ন'জনের। এই ঘটনায় জখম অন্তত ২৭ জন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সাতসকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনটি ঘটেছে। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। জখমদের ৫০ হাজার টাকা এবং নিহতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্যও ঘোষণা করেছেন তিনি।

জানা গেছে, এদিন সকালে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই দোতলা বাসটি উত্তরপ্রদেশের বাহরাইচ থেকে দিল্লি যাচ্ছিলেন। কমপক্ষে ৩০ জনেরও বেশি যাত্রী ছিলেন। দেওয়া থানার বরাবাঁকির কাছে বাসটির সঙ্গে একটি ট্রাকের মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলেই একে একে ৯ জনের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনায় জখম হন অন্তত ২৭ জন। খবর পাওয়ামাত্রই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। আহতদের উদ্ধার করে পুলিশ। লখনউয়ের কেজিএমইউ ট্রমা সেন্টারে ভরতি করা হয় তাঁদের। আহতদের প্রত্যেকেরই আঘাত বেশ গুরুতর। দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, নির্দিষ্ট রাস্তার উলটো দিক দিয়ে আসছিল ট্রাকটি। সেই সময় সামনে একটি গরু চলে আসে। আর সেই গরুটিকে বাঁচাতে গিয়েই বাসের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে ট্রাকটির। তার ফলে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। নিহতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা এবং জখমদের ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ত্রিপুরা বারে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। রাজধানী আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্র আদালত চত্বরে চুরির ঘটনা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। আদালত চত্বর এলাকার নিরাপত্তা দিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আদালত চত্বরে ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের কক্ষে আবারও চুরির ঘটনা ঘটেছে। বুধবার গভীর রাতে বার থেকে চুরি হয়েছে কয়েকটি পাখা। বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কৌশিক ইন্দু এই কথা জানিয়েছেন। তিনি জানান আগরতলা পশ্চিম থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। এখনো গত মাস দেড়েকের মধ্যে আদালতে চার বার চুরি হয়েছে। পরপর এসব চুরির ঘটনায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। নিরাপত্তাহীন হয়ে উঠছে আদালত চত্বর। নিয়ম অনুযায়ী আদালত চত্বরে ২৪ ঘন্টা পুলিশি পাহারা থাকার কথা। পুলিশি পাহারা থাকলে কিভাবে একের পর এক এই ধরনের চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পরপর চুরির ঘটনা ঘটলো পুলিশ কোনো ক্ষেত্রেই ঘটনার কিনারা করতে পারেনি। আদালত চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য দাবি উঠেছে।

কল্যানপুরে ছন্দে ফিরল পূজার বাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যানপুর, ৭ অক্টোবর।। অবশেষে ছন্দে ফিরল কল্যাণপুর। আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার কল্যাণপুরের হাটবার। সকাল হতেই দোকানীরা যেমন বিভিন্ন সামগ্রীর দোকান খুলে প্রস্তুত, ঠিক তেমনি দূর-দূরান্তের ক্রেতা সহ স্থানীয় ক্রেতাদের ভিড়ে মুহূর্তেই ছয়লাপ কল্যানপুর বাজার।

শারদ উৎসবের প্রায় সপ্তাহ খানেক সময়ও যখন বাকি নেই, তখন ব্যবসায়ীদের মুখের হাসি অনেকটাই চওড়া করল আজকের কল্যাণপুর বাজারের বাস্তব চিত্র। একদিকে বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক হাট বার অন্যদিকে মাসের প্রথম দিক- এই দুই এর সমাহারে আজকের কল্যাণপুর বাজারের প্রাণবন্ত চিত্র। এর সাথে যুক্ত হয়েছে প্রকৃতির স্বহৃদয় ভাব। মাঝে কয়েকদিনের গুরুগম্ভীর ভাব কাটিয়ে প্রকৃতিও যেন স্বমহিমায় দেবী দুর্গার আগমনের অপেক্ষায়। কাপড়ের দোকান থেকে প্রসাধন সামগ্রীর দোকান, জুতার দোকান থেকে খেলনার দোকান প্রায় সব জায়গাতেই বিভিন্ন বয়সের ক্রেতা-বিক্রেতাদের ভিড়ে ছয়লাপ। কেমন হচ্ছে এ বছরের প্রাক পূজার ব্যবসা? এই প্রশ্ন নিয়ে বিভিন্ন দোকানে দোকানে যখন গেলাম তখন একটাই উত্তর, 'এতদিন ব্যবসাটা নিয়ে চিন্তায় ছিলেন কল্যাণপুরের ব্যবসায়ী মহল, তবে আজকের যেই চিত্র সেই চিত্রটাই প্রত্যাশিত ছিল'।

কল্যাণপুরের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যই হল জাতি উপজাতি মানুষের সমাগম। ব্যবসায়ী সহ সকলেই আশা করছেন প্রথম পূজা পর্যন্ত এরকম জীবন্ত চিত্রই পরিলক্ষিত হবে কল্যাণপুর বাজারে সর্বত্র। জুতার দোকান থেকে কাপড়ের দোকান কিংবা প্রসাধনী সামগ্রী কিংবা ছোট বড় রকমের খেলনা বিক্রেতা সবার একটাই অভিমত, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে কল্যাণপুর শারদ উৎসবের একেবারে শেষ লগ্নে ছন্দে ফিরল।

টাকা ধার নিয়ে মূর্তি তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। পিতৃপক্ষের অবসানে দেবীপক্ষ শুরু হতেই কমলপুরের মৃৎশিল্পীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে চলেছে শেষ তুলির টান। বাঙ্গালীদের প্রধান উৎসব দুর্গাপূজায় হাতেগোনা আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি। প্রতিমা তৈরীর কাজে চলেছে জোর তৎপরতা। সময় মতো দূর্গা প্রতিমা তৈরি করে বিভিন্ন ক্লাব ও বারোয়ারী পূজা কমিটির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি নেই মৃৎ শিল্পীদের মধ্যে।

দিন যতোই এগিয়ে আসছে কমলপুরেও মায়ের আগমনীর আগাম আনন্দের বার্তা বইছে। প্রতিমা তৈরীতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা। কারন, মৃৎশিল্পীদের একটাই লক্ষ্য অর্ডারকৃত প্রতিমা ঠিক সময় মতো প্রদান করা। কমলপুর মহকুমার শান্তির বাজার এলাকার একমাত্র মৃৎশিল্পী বকুল পাল। এবার দূর্গা পূজায় ১৪ টি দূর্গা প্রতিমার অর্ডার পেয়েছেন। টাকা ধার করে এনে প্রতিমা তৈরীর কাজ করছেন। তাঁর তৈরী করা দূর্গা প্রতিমা মহকুমা জুড়ে সমাদৃত। মহকুমার অন্যান্য মৃৎশিল্পীদের তুলনায় বকুল বাবু অনেকটা বেশি প্রতিমার অর্ডার পেয়েছেন। তাঁর প্রতিমা তৈরীর কাজে এখন ১১জন শ্রমিক যুক্ত আছেন। আছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। বারো মাস প্রতিমা গড়েন। তাতেই চলছে পরিবারের জীবন জীবিকা। প্রতিমা তৈরী করতে যে পরিমাণ অর্থ খরচ হয় সেই অনুযায়ী জিনিস পত্রের দাম ও পরিশ্রমে তেমন লাভ হয় না। তবুও করতে হয় পেটের তাগিদে। এমনটাই বললেন মৃৎশিল্পী বকুল পাল। তিনি আরো বলেন, প্রতিমা তৈরির জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বেড়েছে। সরকার যদি স্বল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা করে দেন তাহলে মৃৎশিল্পীরা উপকৃত হবে। তবে তিনি এবছর যে পরিমাণ প্রতিমা তৈরীর অর্ডার পেয়েছেন তাতে খুশি ব্যক্ত করেন। মৃতপ্রায় মৃৎশিল্পীদের বাঁচাতে সরকার ও প্রশাসনকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করার জন্য মৃৎশিল্পীদের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। অন্যতায় অদূর ভবিষ্যতে মৃৎশিল্প হারিয়ে যেতে বাধ্য হবে। কেননা মৃৎশিল্পীরা এখন বিকল্প কাজের সন্ধানে ঘুরছেন।

শারদোৎসবে গরিব ও দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ আমাদের এক পরম্পরা : তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। শারদোৎসবের প্রাক্কালে গরিব ও দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ আমাদের এক পরম্পরা। শাদোৎসব আনন্দের উৎসব। এই আনন্দ থেকে যাতে কেউ বঞ্চিত না হন সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। আজ জিরানীয়া মহকুমার জয়নগর পঞ্চায়েত আই এস মাঠে এক বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি মী শ্রীচৌধুরী ১১৫ জন দুঃস্থ মহিলার হাতে বস্ত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ, জয়নগর গ্রাম পঞ্চায়তের উপপ্রধান রুমা বণিক, সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সমাজসেবী রতন দাস, জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক জীবন কৃষ্ণ আচার্য প্রমুখ।

এদিন তথ্য ও সংস্কৃতি মী সুশান্ত চৌধুরী জিরানীয়া মহকুমার কলাবাগানে এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন। শিবিরে ১৯ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া সরলীকরণ চেয়ে ডেপুটেশন বিদ্যার্থী পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া সরলীকরণ সহ বিভিন্ন দাবিতে উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। এবছর ১০০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী দ্বাদশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর উচ্চশিক্ষা লাভের প্রত্যাশায় রয়েছে। ইতিমধ্যেই কলেজগুলোতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভর্তি প্রক্রিয়া আরো সরলীকরণের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকে ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য উকিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ জোরালো দাবি জানিয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধিদল বৃহস্পতিবার উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার অফিসে গিয়ে অধিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়েছে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর যাতে কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। ভর্তি প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি রাজধানীর বিএমসি কলেজে বায়োসাইন্স চালু করার জন্য অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ দাবি জানিয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয় অনেক ছাত্রছাত্রীকে বাড়ি থেকে অনেক দূরে কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে। তাতে পড়াশোনা করতে সমস্যায় পড়বে ওই সব ছাত্র-ছাত্রীরা। বিষয়টি বিবেচনা করে বাড়ির কাছেই যাতে তারা পড়াশোনা করার সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করার জন্য উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার কাছে সংগঠনের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়। ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর কর্মকর্তারা জানান উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা দাবির যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন।

কল্যানপুরে মদ বিরোধী অভিযানে সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যানপুর, ৭ অক্টোবর।। আসন্ন শারদীয় দূর্গাৎসব কে শান্তি, সম্পূর্ণভাবে গড়ে তুলতে কল্যাণপুর থানার পুলিশের নেশা বিরোধী অভিযান। পুজোর আনন্দের দিন গুলিতে নেশার কবলে পড়ে যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্যই হয়তো এই ধরনের নেশা বিরোধী অভিযানে মিশনমোডে নেমেছে কল্যাণপুর থানার পুলিশ মনে করছে সচেতনমহলের নাগরিকরা। বৃহস্পতিবার কল্যাণপুর বাজারে সাপ্তাহিক হাটবারের সকাল এগারোটা নাগাদ কল্যাণপুর থানার দুই সাব ইন্সপেক্টর ও বিশাল পুলিশবাহিনি নিয়ে, পূর্ব বাজারের মাছ বাজারের আশপাশের বেশ কয়েকটি দোকানে মদ বিরোধী অভিযান চালিয়ে বেশ পরিমাণের চোলাই মদ উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশের মদ বিরোধী অভিযানের খবর পেয়ে দোকান তালা দিয়ে মদ বিক্রেতারা পালিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে কল্যাণপুর থানার পুলিশ বাগরা বাজার কমিটির সভাপতি সমীর দেবনাথ ও সদস্যদের নিয়ে দরজার তালা ভেঙ্গে নিজেদের হেফাজতে বিলেতি মদ। দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধপথে মদ বিক্রির ব্যবসা চালিয়ে আসছিল বলে অভিযোগের ভিত্তিতে এই অভিযান চালায় পুলিশ। এই ধরনের অভিযানে বাজার এলাকার ব্যবসায়ী সহ স্থানীয় মানুষজন বেজায় খুশি। তবে এই অভিযানে কাউকে গ্রেফতার করতে সম্ভব হয়নি। কল্যাণপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর প্রিয়রঞ্জন সাহা ও বিশ্বজিৎ দাস নেশা বিরোধী অভিযানের সামিল হয়। সাব-ইন্সপেক্টর প্রিয় রঞ্জন সাহা জানিয়েছেন এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও বরাবর জারি থাকবে।

মহারাজগঞ্জ বাজারে বিলেতি মদ উদ্ধার, আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।। রাজধানীর মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় একটি সন্দেহভাজন গাড়ি আটক করে প্রচুর পরিমাণ বিলেতি মদ উদ্ধার করেছে মহারাজগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ। গোপন সূত্রে অভিযান চালিয়ে মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় একটি ইকো গাড়ি থেকে প্রায় ৫০ হাজার টাকার বিলেতি মদ উদ্ধার করেছে। আটক করা হয় এক ব্যক্তিকে।

মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপোস্টের পুলিশ জানিয়েছে, শারদ উৎসবকে সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে মহারাজগঞ্জ বাজারসহ আশপাশের এলাকায় পুলিশের নজরদারি এবং তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ পুলিশ সন্দেহভাজন একটি ইকো গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালিয়ে সেই গাড়ি থেকে অর্ধলক্ষাধিক টাকার বিলেত মদ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ধরনের মদ বিরোধী অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে মহারাজগঞ্জ বাজার আউটপোস্ট পুলিশ জানিয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় স্থানীয় জনগণ এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা চেয়েছে পুলিশ।

রাজ্যের মহিলাদের সেনাবাহিনীতে কমিশন র‍্যাঙ্কে নিয়োগে সুযোগ করে দিতে শিক্ষা দপ্তর ও ব্যাঙ্গালুরুর আনএকাডেমির মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ অক্টোবর।।। রাজ্যের মহিলাদের সেনাবাহিনীতে কমিশন র‍্যাঙ্কে নিয়োগের সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আজ রাজ্য শিক্ষা দপ্তর এবং ব্যাঙ্গালুরুস্থিত জাতীয় স্তরের স্বনামধন্য সংস্থা আনএকাডেমির মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আজ সচিবালয়ে শিক্ষামীর অফিসকক্ষে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সংবাদ জানান শিক্ষামী রতনলাল নাথ। তিনি জানান, এতোদিন সেনাবাহিনীতে কমিশন র‍্যাঙ্কে মহিলাদের প্রবেশের সুযোগ ছিলো না। শুধুমাত্র স্বাস্থ্য পরিষেবায় যুক্ত, চিকিৎসক ও নার্সের পেশায় সেনাবাহিনীতে কাজ করার সুযোগ ছিলো মহিলাদের। ২০২১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর ভারতের সুপ্রিমকোর্টের রায় মোতাবেক এখন থেকে ভারতের সশস্ত্র বাহিনীতে মহিলাদের ফুল টাইম কমিশন র‍্যাঙ্কে প্রবেশের সুযোগ থাকবে। তিনি জানান, সুপ্রিমকোর্টের এই ঐতিহাসিক রায়কে মান্যতা দিয়ে রাজ্যের মহিলাদের আর্মিতে কমিশন র‍্যাঙ্কে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য রাজ্য শিক্ষা দপ্তর আনএকাডেমি সংস্থার সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তি অনুসারে দ্বাদশ শ্রেণী উত্তীর্ণ বা দ্বাদশ শ্রেণী পাঠরত মেয়েদের এবং যাদের জন্ম ২০০৩ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে রয়েছে তাদের অনলাইন পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ থাকবে। পাশাপাশি যোগ্যতা অনুযায়ী অবিবাহিত মহিলারাও অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আনএকাডেমি সংস্থা ২টি ব্যাচে ত্রিপুরা থেকে অনলাইনে নথিভুক্তদের থেকে পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ২৫০ জন মেধাবী মেয়েদের জাতীয় স্তরের ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমি / প্রতিরক্ষা বিষয়ক পরীক্ষার জন্য সম্পর্ণ বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেবে। তিনি জানান, চলতি বছরের নভেম্বর সেশনের জন্য ১২৫ জন এবং ২০২২ সালের মে সেশনের জন্য আরও ১২৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামী জানান, upsconline.nic.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এজন্য আবেদন করার সুযোগ রয়েছে। কলা, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান প্রত্যেক বিভাগের মেয়েরা আবেদন করতে পারবে। চলতি বছরের নভেম্বর সেশনের জন্য আগামীকাল অনলাইনে আবেদন করার শেষ দিন। তাছাড়াও পরবর্তী মে মাসের সেশনের জন্য পরে আবেদন করার সুযোগ থাকবে।

ত্রিপুরা ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের আত্মপ্রকাশ হয়েছে আজ। ছবি-নিজস্ব।

দরিদ্র নারায়ন সেবা এবং দুস্থদের বস্ত্র দান বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ অক্টোবর।। বিজেপির বিশালগড় মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে দরিদ্র নারায়ন সেবা এবং দুস্থদের বস্ত্র দান করা হয়। বৃহস্পতিবার বিকালে বিশালগড় শুভদীপ মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সিপাহীজলা (উত্তর) জেলা সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থ, সহ-সভাপতি অমল দেবনাথ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মণ্ডল কমিটির সহ-সভাপতি দীপক শীল। স্বাগত ভাষণ রাখেন সাধারণ সম্পাদক তপন সরকার। মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেবের ব্যবস্থাপনায় পুর পরিষদের সাফাই কর্মী সহ শতাধিক দুস্থ মহিলাদের দুপুরে ভোজন করিয়ে হাতে বস্ত্র তুলে দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক ভাষণে বলেন ভারত সরকার সকল দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করে কোভিডের প্রথম এবং দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলা করেছে। সরকারের পাশাপাশি একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা সারা দেশের অসহায় মানুষের পাশে থেকে কাজ করেছেন। লকডাউন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে বিনামূল্যে খাদ্য, নগদ টাকা প্রদান করেছে সরকার। কাউকে না খেয়ে মরতে হয়নি। বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দিয়েছে সরকার। ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা নিজেদের উদ্যোগে লক্ষ-লক্ষ পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী প্রদান করেছেন।বিশালগড় মন্ডল তার থেকে ব্যতিক্রম নয়। এবার শারদ উৎসবের প্রাক লগ্নে তাদের এই দরিদ্র নারায়ন সেবা এবং বস্ত্র দান কর্মসূচি প্রশংসনীয়। তিনি আরো বলেন তৃতীয় ঢেউয়ের হাতছানি রয়েছে। কাজেই উৎসবের দিন গুলোতে সবাই সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে শিশুদের প্রতি সবাইকে যত্নবান হতে হবে। মনে রাখবেন আজকের শিশুরা আপনার পরিবারের সম্পদ নয়। শিশুরা রাষ্ট্রের সম্পদ। তাই তাদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন। জেলা সভাপতি অঞ্জন পুরকায়স্থ বলেন বিশালগড় মন্ডল কমিটি শুধু কোভিড পরিস্থিতিতে নয়, বন্যা বা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রেও সর্বদা মানুষের পাশে থেকে কাজ করে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।